আহ্ছানিয়া মিশন বার্তা

বর্ষ ৪৩ ■ সংখ্যা ৪ ■ অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২১

যুবাদের দক্ষতা উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে মিশনের উদ্যোগ

আহ্ছানিয়া
মিশন বার্তা

বর্ষ ৪৩ ❑ সংখ্যা ৪ ❑ অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২১

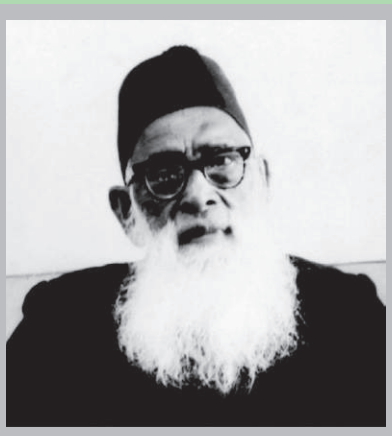

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)
১৮৭৩-১৯৬৫
প্রতিষ্ঠাতা
ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন

যুব সম্প্রদায় নিয়ে নানাজনের নানান মত। তবে সকলকে বুঝতে হবে এরা প্রকৃতপক্ষে সৃজনশীল একটি শক্তি। আমাদের দেশের মোট জনসংখ্যার মধ্যে এখনো ১৪ দশমিক ৪ শতাংশ যুবাদের কোনরকম প্রাথমিক প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেই। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন (ডাম) বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা হিসেবে সামাজিক কর্মকান্ডে যুবাদের অংশগ্রহণ বাড়াতে কাজ করছে। নারী যুবাদের আয়-রোজগারে নিয়োজিত করছে। যুবাদের জন্য কর্মসহায়ক পরিবেশ ও সুযোগের সৃষ্টি করছে। এরই প্রেক্ষিতে দেশের যুব শক্তিকে জনসম্পদে গড়ে তোলার বিরাট কর্মসূচি নিয়ে এগিয়ে চলেছে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন।

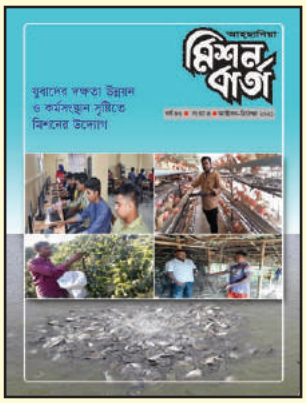

মিশনের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ইনস্টিটিউট যুবাদের পেশাভিত্তিক ডিপ্লোমা, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রী প্রদান করছে। একাডেমিক ডিগ্রীর পাশাপাশি এসকল প্রতিষ্ঠানে রয়েছে কারিগরী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা কোর্সের ব্যবস্থা। যুবাদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাকে বিবেচনায় নিয়ে বিভিন্ন দক্ষতামূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে। আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়, এআইআইসিটি, এআইটিভিইটি নামক প্রতিষ্ঠান থেকে গত শিক্ষা বছরে কোভিড-১৯ পরিস্থিতির চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে দুই হাজার ৭২৪ জন যুবাদের (পুরুষ ৭১ শতাংশ ও নারী ২৯ শতাংশ) প্রফেশনাল ডিগ্রী প্রদান করা হয়েছে। মিশনের সামগ্রিক এই কর্মধারার হালনাগাদ তথ্য নিয়ে এবারের প্রচ্ছদ কাহিনী তৈরি করা হয়েছে।

জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টি সমগ্র বিশ্বকে ভাবিয়ে তুলেছে। বিষয়টিকে যথাযথভাবে মোকাবেলা করতে না পারলে পৃথিবী এক মহাসংকটে পড়বে। এরই আলামত হিসেবে বাড়ছে বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক বিপর্যয়, বিঘ্নিত হচ্ছে প্রাকৃতিক ভারসাম্য। খাদ্য, স্বাস্থ্য, জীবন-জীবিকা, সুপেয় পানির নিরাপত্তাসহ অবকাঠামো ও শক্তিখাতে এই দেশের মানুষেরও সার্বিক আর্থ-সামাজিক জীবন এক বিরাট হুমকির মুখে দাঁড়িয়েছে। এই অবস্থার নিরসনের লক্ষ্যে মিশন দশ বছরব্যাপী (২০১৫-২০২৫) কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। আর এতে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে আন্তর্জাতিক দলিল Sustainable Development Goal, সরকারের ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, বিভিন্ন কৌশলপত্র, পরিকল্পনা ও নীতিসমূহ। মিশনের জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস সেক্টর সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা অর্জন, জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি এবং অভিযোজন ও প্রশমনমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। এ বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও মিশনের কর্মসূচির বিবরণ দিয়েছেন মো. জাহাংগীর আলম।

করোনা-সংকট এখনও অব্যাহত রয়েছে। বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে মিশন জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে এবং নিজেরাও সকল রকমের স্বাস্থ্যবিধি মেনে কর্মপ্রক্রিয়ায় অংশ নিচ্ছি। অনুরোধ রইলো সবার জন্য: স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন।

সম্পাদক
কাজী রফিকুল আলম

নির্বাহী সম্পাদক
ড. এম. এহছানুর রহমান

সম্পাদনা পরিষদ
কাজী আলী রেজা
চিন্ময় মুৎসুদ্দী
অধ্যক্ষ ফাতেমা খাতুন

সহ-সম্পাদক
মো. সাইফুল ইসলাম

গ্রাফিক্স ডিজাইন
মো. আমিনুল হক

মূল্য
২৫ টাকা মাত্র

সূচিপত্র

প্রচ্ছদ কাহিনী ৩-৭
আমাদের জনসংখ্যার কর্মক্ষম এই বিশাল অংশ বিশেষ করে যুবা বা তরুণদের দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করে উৎপাদনশীল অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে নিয়োজিত করতে হবে। এই প্রেক্ষাপটে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের বিভিন্ন কর্মতৎপরতা নিয়ে এবারের প্রচ্ছদ কাহিনী লিখেছেন শেখ শফিকুর রহমান

৮
বিশেষ নিবন্ধ জলবায়ু সমস্যা সারা বিশ্বের জন্য এক মহাসংকট। নানাভাবে প্রচেষ্টা চলছে সংকট উত্তরণে। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা: প্রত্যাশা ও সাফল্য শীর্ষক এই বিশেষ নিবন্ধে মো. জাহাঙ্গীর আলম নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোকপাত করেছেন

শিক্ষা ১২-১৭
স্বাস্থ্য ১৮-২০
বিবিধ ২১-২৪

১১
কুমিল্লায় আলোচনা সভায় বক্তারা বললেন খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা ছিলেন প্রখ্যাত সুফীসাধক, শিক্ষাবিদ ও সমাজ সংস্কারক

১২
লিটল ডাকলিংসে উদযাপন করা হল বিজয়ের ৫০ বছর

১২
গোল টেবিল বৈঠকে বক্তাদের মতামত দিলেন পথশিশুদের অধিকার রক্ষায় সমন্বিতভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করা জরুরি

১৪
নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ উদযাপন উপলক্ষে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের উদ্যোগে আয়োজিত সেমিনারে বক্তারা বললেন 'নারী নির্যাতন বন্ধে প্রথমে পারিবারিক নৈতিক শিক্ষা প্রয়োজন'

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন
বাড়ি-১৯, সড়ক-১২, ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা-১২০৯
থেকে কাজী রফিকুল আলম কর্তৃক প্রকাশিত এবং
আমাদের বাংলা প্রেস, ৩২/১, আজিমপুর রোড, ঢাকা- ১২০৫ থেকে মুদ্রিত।

ফোন : ৫৮১৫৫৮৬৯, ৯১২৭৯৪৩, ৯১২৩৪০২, ৯১২৩৪২০
ফ্যাক্স : (৮৮০-২) ৮১৪৩৭০৬, ৯১৪৪০৩০
ই-মেইল : dambgd@ahsaniamission.org.bd
ওয়েবসাইট : www.ahsaniamission.org.bd

কৃষিতে যুবাদের জন্য নানামূখী কার্যক্রমে কর্মসংস্থান করছে ডাম

যুবাদের দক্ষতা উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে মিশনের উদ্যোগ

শেখ শফিকুর রহমান

> আমাদের জনসংখ্যার কর্মক্ষম এই বিশাল অংশ বিশেষ করে যুবা বা তরুণদের দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করে উৎপাদনশীল অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে নিয়োজিত করতে হবে। সর্বস্তরে দক্ষতা উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে দেশীয় সম্পদের সাহায্যে লাগসই প্রযুক্তি গড়ে তুলতে হবে।

ভূমিকা:

আজকের দেশ ও জাতির কল্যাণে তরুণদের অংশগ্রহণ একান্ত অপরিহার্য। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের উন্নয়ন নির্ভর করে তরুণদের উন্নয়নের গতিধারা কতটুকু কাজে লাগানো যায় তার ওপর। জনমিতির হিসেবে ১৫ থেকে ৫৯ বছর বয়সী জনগোষ্ঠী একটি দেশের জন্য উৎপাদন, অগ্রগতি, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও উন্নয়নে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে থাকে। জনসংখ্যার বিবেচনায় বাংলাদেশ এখন সোনালি সময় পার করছে। আমাদের নির্ভরশীল জনসংখ্যার চেয়ে কর্মক্ষম জনসংখ্যা বেশি। জনসংখ্যার ১৫ থেকে ৫৯ বছর বয়সী কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী এখন শতকরা ৬৮ ভাগ। জনমিতির পরিভাষায় এটাই হলো একটি দেশের ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড বা জনমিতিক লভ্যাংশ। এজন্য অনেক চ্যালেঞ্জ ও প্রতিবন্ধকতা মোকাবেলা করেই আমাদের দেশকে জনসংখ্যার এই সুযোগ নিতে হবে। আমাদের জনসংখ্যার কর্মক্ষম এই বিশাল অংশ বিশেষ করে যুবা বা তরুণদের দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করে উৎপাদনশীল অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে নিয়োজিত করতে হবে। সর্বস্তরে দক্ষতা উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে দেশীয় সম্পদের সাহায্যে লাগসই প্রযুক্তি গড়ে তুলতে হবে। আর এ জন্য সরকারি, বেসরকারি ও ব্যক্তি উদ্যোগে প্রয়োজন সঠিক সময়ে ব্যাপক প্রস্তুতি, পরিকল্পনা ও বিনিয়োগ।

তরুণদের উন্নয়নে ক্ষেত্র ও বর্তমান প্রেক্ষাপট:

জাতিসংঘের জনসংখ্যা তহবিল (ইউএনএফপিএ) এর তথ্যমতে বর্তমানে বাংলাদেশের জনসংখ্যা ১৬৬.৩ মিলিয়ন। নারী ও পুরুষের সংখ্যা এখন সমান সমান। যার মধ্যে ১৫ থেকে ৬৪ বছরের বয়েসের মানুষের সংখ্যা ৬৮.৪%[১]। বয়স বিবেচনায় কর্মক্ষম মানুষের নির্ধারক

1 https://www.dailyjanakantha.com/ 20 October 2019

হচ্ছে তাদের বয়স অর্থাৎ ১৫ থেকে ৬৪, আর কর্মক্ষমহীন মানুষ বলতে বুঝায় ১৮-এর নিচে এবং ৬৫-এর বেশি বয়সের মানুষকে। যখন কোনো দেশের কর্মক্ষমহীন মানুষের চেয়ে কর্মক্ষম মানুষের সংখ্যা বেশি থাকে, তখন সেটা অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখে। যেহেতু বাংলাদেশে এখন বেশিরভাগ মানুষ (৬৮%) কর্মক্ষম বয়সের সীমায় অবস্থিত তাই বাংলাদেশ ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ডের প্রাকৃতিক সুবিধার আওতায় আছে।

২০১৮ সালের শেষে ব্র্যাক ইনস্টিটিউট অব গর্ভনেন্স এন্ড ডেভেলপমেন্ট ও ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় ইয়ুথ সার্ভে-২০১৮ প্রকাশ করে। সে সার্ভেতে আমরা দেখতে পাই মোট যুবাদের মধ্যে ১৫ থেকে ১৯ বছর বয়সী ২২%, ২০ থেকে ২৪ বছর বয়সী ২২%, ২৫ থেকে ২৯ বছর বয়সী ২৩% এবং ৩০ থেকে ৩০ বছর বয়সী ২১%। যুবাদের মধ্যে গ্রাম ও শহরতলীতে বাস করে প্রায় ৭৫%। অন্যদিকে মাত্র ২৫% যুবা শহরে গন্ডিতে আবদ্ধ। প্রকাশিত সার্ভেতে যুবাদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার অবস্থাও তুলে ধরা হয়। আলাদা আলাদাভাবে শিক্ষাগত যোগ্যতা বিশ্লেষণে দেখা যায় উচ্চশিক্ষা সম্পন্ন করেছে এমন যুবাদের সংখ্যা ৭% পুরুষ এবং ৪% নারী। অন্যদিকে ১৬% পুরুষ ও ১৬% নারী যুবা মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক সম্পন্ন করেছে। ৫ম থেকে ৯ম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ালেখা করেছে ৪৬% পুরুষ ও ৫৮% নারী। ১ম থেকে ৪র্থ শ্রেণি পর্যন্ত পড়ালেখার যুক্ত ছিল ১৯% পুরুষ ও ১৫% নারী যুবা। আর কোনো ধরনের ফরমাল বা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা পায় নাই এমন যুবাদের মধ্যে পুরুষ ও নারী যথাক্রমে ১২% ও ৭%। বাংলাদেশের তরুণ বা যুবারা এই রকম প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে কর্মজীবনে জীবিকার পথে প্রবেশ করছে।

বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (বিআইডিএস) সম্প্রতিক একটি গবেষণা প্রতিবেদনে জানা যায়, স্বনামধন্য একটি যুব কর্মসংস্থান ও স্ব-উদ্যোগের বর্তমান চিত্র বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করা শিক্ষার্থীদের ৬৬ শতাংশ, অর্থাৎ দুই-তৃতীয়াংশই বেকার। মাত্র ২১ শতাংশ শিক্ষার্থী স্নাতক কিংবা স্নাতকোত্তর শেষ করে চাকরি পান এবং মাত্র ৩ শতাংশ স্ব-উদ্যোগে কিছু করছেন। (সূত্র: বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (বিআইডিএস) একটি গবেষণা, প্রথমআলো সেপ্টেম্বর ২০২১)। একইভাবে, বিশ্ব ব্যাংকের কোভিড পূর্ব জরিপে দেখা যায় স্নাতক পাস করা শিক্ষার্থীদের ৪৬ শতাংশ বেকার। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) সর্বশেষ শ্রমশক্তি জরিপে উঠে বাংলাদেশে শিক্ষিত মানুষের মধ্যেই বেকারের হার বেশি প্রায় ৪৭ শতাংশ। অন্যদিকে আমাদের দেশে প্রতিবছর শ্রমশক্তিতে যোগ হচ্ছেন ২০ লাখ মানুষ। কিন্তু সেই অনুপাতে কর্মসংস্থান হচ্ছে না। ফলে বড় একটি অংশ বেকার থেকে যাচ্ছেন।

বাংলাদেশের যুবনীতি-২০১৭ অনুযায়ী ১৮ থেকে ৩৫ বছর বয়সের যেকোনো নাগরিক যুব বলে গণ্য করা হয়ে থাকে। যুবনীতি অনুযায়ী ১৬ শ্রেণির যুবদের (বেকার যুবক, যুবনারী, যুব উদ্যোক্তা, অভিবাসী যুব, গ্রামীণ যুব, শিক্ষা থেকে ঝরে পড়া যুব, নিরক্ষর, স্বল্প শিক্ষিত যুব, অদক্ষ যুব, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর যুব, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন যুব, অসুস্থ জীবনে আসক্ত যুব, গৃহহীন ও বস্তিবাসী যুব, হিজড়া যুব, দুর্যোগ অথবা দুঘটনায় ক্ষতিগ্রস্থ যুব, মানবপাচার ও নির্যাতনের শিকার যুব, সংক্রামণ ব্যাধিতে আক্রান্ত যুব) কল্যাণে সরকার বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। যুব উন্নয়নের অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রসূমহের মধ্যে রয়েছে ক্ষমতায়ন, স্বাস্থ্য ও বিনোদন, সুশাসন, টেকসই উন্নয়ন, সুষম উন্নয়ন, সুস্থ সমাজ বিনির্মাণ ও বিশ্বায়ন। যুবনীতিতে যুবদের ক্ষমতায়নে ৪টি বিষয় অর্থাৎ শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, কর্মসংস্থান ও স্ব-উদ্যোগ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নয়নে গুরুত্ব

ডাম ঋণ প্রদানের মাধ্যমে যুবাদের উদ্যোগী হবার স্বপ্ন পূরণে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে

যুবাদের মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তুলতে আত্মকর্মসংস্থানে উদ্যোগী করে তুলছে

দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও যুবাদের ক্ষমতায়নে এইসকল বিষয়ে ৬৬টি কার্যক্রম বাস্তবায়নে উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে।

সরকার সামাজিক ও ব্যক্তিপর্যায়ে যুবাদের সমক্ষমতা বৃদ্ধিতে ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচির আওতায় যুবদের জ্ঞান, উদ্ভাবনী ক্ষমতা ও দক্ষতা উন্নয়নে বিশেষভাবে জোর দিয়েছে। আত্মকর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর ও উদ্ভাবনী কর্মসংস্থানকে উৎসাহিত করছে। ফলে দেশের যুবারা প্রযুক্তিগত বৈষম্য কাটিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যাবার প্রেরণা পাচ্ছে।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের উদ্যোগ:

একটি দেশের কোনো সরকারের পক্ষে একসঙ্গে বিপুল জনগোষ্ঠীর সকলের কর্মসংস্থান করা আদৌ সম্ভব নয়। এ সমস্যা সমাধানে সরকারি, বেসরকারি ও ব্যক্তি উদ্যোগ এগিয়ে নিতে হবে। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা হিসেবে যুবাদের উন্নয়নে নিয়েছে নানামূখী উদ্যোগ। মিশনের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ইনস্টিটিউট যুবাদের পেশাভিত্তিক ডিপ্লোমা, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রী প্রদান করছে। একাডেমিক ডিগ্রীর পাশাপাশি এসকল প্রতিষ্ঠানে রয়েছে কারিগরী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা, কোর্সের ব্যবস্থা। যুবাদের

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা হিসেবে যুবাদের উন্নয়নে নিয়েছে নানামূখি উদ্যোগ। মিশনের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ইনস্টিটিউট যুবাদের পেশাভিত্তিক ডিপ্লোমা, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রী প্রদান করছে। একাডেমিক ডিগ্রীর পাশাপাশি এসকল প্রতিষ্ঠানে রয়েছে কারিগরী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা, কোর্সের ব্যবস্থা।

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাকে বিবেচনায় নিয়ে বিভিন্ন দক্ষতামূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তুলেছে। আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়, এআইআইসিটি, এআইটিভিইটি নামক প্রতিষ্ঠান থেকে গত শিক্ষা বছরে কোভিড-১৯ পরিস্থিতির চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে ২৭২৪ জন যুবাদের (পুরুষ-৭১% ও নারী ২৯%) প্রফেশনাল ডিগ্রী প্রদান করেছে। এসকল প্রতিষ্ঠানে স্নাতকে ১০টি বিষয়ে প্রকৌশল ডিগ্রী, ব্যবসা প্রসাশনে ২টি ডিগ্রী, শিক্ষায় ২টি ডিগ্রী প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া ৮টি টেকনোলোজিতে ডিপ্লোমা প্রকৌশল ডিগ্রী প্রদান করা হচ্ছে। এসকল প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বছরে চার হাজারের অধিক যুবাদের ডিগ্রী প্রদানের সুবিধা ও সামর্থ্য রয়েছে।

মিশনের টেকনিক্যাল ভোকেশনাল এডুকেশন এন্ড ট্রেনিং (টিইভিটি) সেক্টর বাংলাদেশের ১১টি উপজেলায় জীবিকার দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কোর্স প্রদান করছে। ঢাকা, গাজীপুর ও যশোর জেলায় মিশনের ৭টি বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (ভিটিআই) রয়েছে। এই ভিটিআইগুলিতে তৈরি পোশাক, অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতি, হালকা প্রকৌশল, নির্মাণ ইত্যাদি খাতের অধীনে ১২টি ভিন্ন ট্রেডের প্রশিক্ষণ কোর্সের সুবিধা রয়েছে। এসকল টেড্রের মাধ্যমে বছরে প্রায় ৩৭৬০ জন অদক্ষ ও বেকার যুবাদের দক্ষ করে কর্মক্ষম করে তাদের কর্মবাজারে প্রবেশের সুযোগ তৈরি করা হচ্ছে। গতবছরে কোভিড-১৯ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার পরেও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ৫৬৮ জন যুবা চাকুরিতে যোগদান করেছে। এদের মধ্যে ৭৪ জন(১৩%) পুরুষ ও ৪৯৪ জন নারী(৮৭%) অপারেটর, টেকনিশিয়ান, প্লাম্বার, ড্রাইভার, বিউটেশিয়ান ইত্যাদি পদে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কাজ করছে। এছাড়াও ভিটিআই থেকে

ডাম শিক্ষার মাধ্যমে যুবাদের উদ্ভাবনী কাজে নিয়োজিত রেখেছে

প্রশিক্ষণ নিয়ে ১০৮ জন যুবা টেইলরিং, নির্মাণ সামগ্রী, বৈদ্যুতিক সমস্যা সমাধান সেবা, যন্ত্রপাতি মেরামত ও বিক্রয় ইত্যাদি খাতে ব্যবসা শুরু করেছে। অন্যদিকে, গত বছরে এই সেক্টর ১৪২ জন (৬১ জন পুরুষ ও ৮১ জন নারী) টেইলরিং ও বুটিকস্, কাপড়ের দোকান, ফ্যান-মোটর রিপেয়ারিং শপ, সিভিল কন্টস্ট্রাকশন, বিউটি পার্লার ইত্যাদি খাতে ক্ষুদ্র ও মাঝারী উদ্যোগতা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। মিশনের সকল ভিআইটি প্রতিষ্ঠান ও প্রশিক্ষণ কোর্সগুলো বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড (বিটিইবি) এবং এনএসডিএ প্রশিক্ষণ সংস্থা হিসেবে অনুমোদিত এবং স্বীকৃত। ট্রেনিং সেন্টারগুলোতে এনটিভিকিউএফ-এর প্রণয়নকৃত কোর্সসমূহ ও মডুলার কোর্সসমূহ পরিচালনা করছে। জাতীয় দক্ষতা আইন ২০১১ যা সংশোধিত আকারে ২০২১ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বেকার তরুণ ও যুকবদের প্রশিক্ষণ প্রদানের পাশাপাশি ট্রেনিং সেন্টারগুলোতে নিয়মিতভাবে আরপিএল এ্যাসেসমেন্ট এবং প্রশিক্ষণ শেষে যথোপযুক্ত ইন্ড্রাস্ট্রিতে চাকরীর ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

অধিকসংখ্যক বেকার জনগোষ্ঠীর আত্মকর্মসংস্থান, দক্ষতাবৃদ্ধি ও উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলার জন্য সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা নিয়ে সরকারের সহযোগী হিসেবে কাজ করছে মিশনের ইকোনোমিক ডেভেলপমেন্ট সেক্টর। ডাম ডিএফইডি বেকার যুবদের বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করার লক্ষ্যে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। প্রশিক্ষিত যুবারা স্বল্প পুঁজি নিয়ে সংশ্লিষ্ট ট্রেডে প্রকল্প গ্রহণ করে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে নিজেদের নিয়োজিত করছেন। প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে একদিকে নিজেরা যেমন স্বাবলম্বী হচ্ছেন তেমনি অন্যদিকে এক বা একাধিক যুব প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বেকারত্ব লাঘব করাসহ জাতীয় প্রবৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছেন। নিজেরা উদ্যোক্তা হয়ে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করছেন। এই সেক্টরের

> প্রশিক্ষণ, চাকুরী, ঋণ প্রদান, উদ্যোক্তা উন্নয়নসহ ডাম দেশের যুব ও তরুণদের আত্মিক উন্নয়নে কাজ করছে। মিশনের বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে ৩০০০ জন যুবা স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন করা হয়েছে। এ সকল দলে ২১৫০০ জন যুবা স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অধিকার বিষয়ে নানামুখী সামাজিক সেবা সামাজিক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

অধীনে পরিচালিত ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির একক ও দলীয়ভিত্তিতে যুবাদের ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করে। এই ঋণের সীমা একহাজার থেকে দশ লক্ষ টাকা। ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচির আওতায় দেশের ৭৪টি উপজেলায় ৬৮৭৫০ জন (৬৫৬২ পুরুষ ও ৬২১৮৮ নারী) যুবা উপকারভোগী রয়েছে। যাদের মধ্যে ১৭৫,১৭,৫০০ টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে। যুবাদের নিকট থেকে ঋণ রিকোভারি হারও সন্তোষজনক যা প্রায় ৯৫%। উল্লেখিত ঋণ গ্রহণকারি যুবাদের মধ্যে ৩১৬৫ জন পুরুষ ও ২৯,৪৯১ জন নারী ফুল চাষ, মৎস্য খামার, লাইভস্টক, ফার্নিচার, মোবাইল বিক্রয় ও সার্ভিসিং, কুটির শিল্প, হোটেল ও কনফেকশনারী, বিউটি পার্লার ইত্যাদি খাতে উদ্যোক্তা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে।

প্রশিক্ষণ, চাকুরী, ঋণ প্রদান, উদ্যোক্তা উন্নয়নসহ ডাম দেশের যুব ও তরুণদের আত্মিক উন্নয়নে কাজ করছে। মিশনের বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে ৩০০০ জন যুবা স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন করা হয়েছে। এ সকল দলে ২১৫০০ জন যুবা স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অধিকার বিষয়ে নানামুখী সামাজিক সেবা সামাজিক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। এদের মধ্যে ১০৭৫ জন যুবা প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা, সার্চ অ্যান্ড রেসকিউ-এ নিবেদিত কর্মী হিসেবে নিয়োজিত রয়েছে। ৭৫৫ জন

স্বেচ্ছাসেবী যুবা বনভূমি ও জীববৈচিত্র্য রক্ষায় কাজ করছে। ৯৮২২ জন যুবা কোভিড-১৯ প্রতিরোধ বিষয়ক ক্যাম্পেইন, রিলিফ সংগ্রহ ও বিতরণ, প্রাইমারি স্বাস্থ্যসেবায় নিজেকে নিয়োজিত রেখেছে। কোভিড-১৯ মহামারিতে যুবারা ৩৪টি বাল্যবিবাহ রোধ করেছে এবং শিশুর পিতামাতাকে বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষায় সংযুক্ত করে ১৩৯ জন শিশুর স্কুল ড্রপআউট রোধ করেছে।

যুব উন্নয়নের বাধাসূমহ:

আমাদের মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ যুবা, যাদের মধ্যে অধিকাংশ নারী যুবা প্রত্যন্ত গ্রামে বাস করায় তারা শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, প্রযুক্তি ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সুবিধায় অভিগম্যতা পাচ্ছে না। তারা সমাজে নিজেদের কর্মক্ষম হিসেবে তুলে ধরতে পারছে না যা তাদের সামাজিক ও পারিবারিক সহিংসতার ঝুঁকি তৈরি করছে। আমাদের দেশের মোট জনসংখ্যার মধ্যে এখনো ১৪ দশমিক ৪ শতাংশ যুবাদের কোনোরকম প্রাথমিক প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেই[২]। ফলে তাদের দক্ষ করতে প্রশিক্ষণের আওতায় আনা যাচ্ছে না। যুবাদের জন্য প্রয়োজন মতো শ্রমবাজারও প্রসারিত হচ্ছে না। যুবাদের দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তুলতে পরিকল্পনা, পদক্ষেপ ও বিনিয়োগের কমতি রয়েছে।

যুব উন্নয়নের বাধাসূমহ উত্তোরণ:

যারা বেকার ও অদক্ষ তাদেরকে দক্ষ করে চাকরির সুযোগ সৃষ্টি, কর্মসংস্থান ও উদ্যোক্তা তৈরি করতে হবে। আত্মকর্মসংস্থানের জন্য তরুণ ও যুবকদের সহজ শর্তে ঋণ প্রদান, ঋণের প্রান্তিক সীমা দুই লাখের উপরে করতে হবে। যুব উদ্যোক্তা তৈরি যুক্ত নীতি প্রণয়ন যুব ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ তৈরি করতে হবে। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরকে আধুনিক একুশ শতকের চাহিদা নির্ভর যুব প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে। যুবদের ক্ষমতায়ন, কর্মসংস্থানের সুযোগ ও উদ্যোক্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে যথোপযুক্ত বাস্তবমূখী শিক্ষা ও দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। স্থানীয় সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার ও ঋণ প্রদানের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের প্রতি যুবাদেরকে বিশেষ করে বেকার যুবাদের উৎসাহিত করা ও তাদের অন্তর্নিহিত সকল সম্ভাবনাময় গুণাবলী বিকাশের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। পাশাপাশি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সাথে সম্পৃক্ত থেকে যুবকর্মের মাধ্যমে জনহিতকর ও সেবামূলক কর্মকাণ্ডে অবদান রেখে যুবসমাজ ও যুবসংগঠনের জন্য অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে।

এছাড়াও শিক্ষিত যুবাদের আত্মকর্মী হতে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। যুবা আত্মকর্মীদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি করতে হবে। দেশের দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিশেষ অবদান রাখার জন্য এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অবদান রাখার ক্ষেত্রে যুবাগোষ্ঠীর মাঝে আগ্রহ-উদ্দীপনা ও প্রতিযোগিতার মনোভাব সৃষ্টি করতে হবে। বেকারত্ব নিরসন, যুবদের মাঝে আত্মসচেতনতা বৃদ্ধি এবং দেশের উন্নয়ন স্রোতধারায় যুবদের সম্পৃক্তকরণে অনুপ্রাণিত করে যুব উন্নয়নের বাধাসূমহ দূর করে সমৃদ্ধির বাংলাদেশ গঠে তুলতে হবে।

উপসংহার:

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা হিসেবে সামজিক কর্মকাণ্ডে যুবাদের অংশগ্রহণ বাড়াতে কাজ করছে। নারী যুবাদের আয়-রোজগারে নিয়োজিত করছে। যুবাদের জন্য কর্মসহায়ক পরিবেশ ও সুযোগের সৃষ্টি করছে। ডাম সরকারের সহযোগী হিসেবে জাতীয় কর্মপরিকল্পনার আলোকে যুবাদের মানবসম্পদে পরিণত করে জনমিতির লভ্যাংশ তুলতে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করছে।

টিইভিটি কর্মসূচির মাধ্যমে যুবাদের বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ করে তুলছে

2 Ref: https://www.unfpa.org/data/world-population/BD

শেখ শফিকুর রহমান, কো-অর্ডিনেটর, মনিটরিং এন্ড ইভালুয়েশন, এডুকেশন সেক্টর, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন

(১) বৃষ্টির পানি সংরক্ষন, (২) বন্যা ঝুকিহ্রাসে নলকূপের উচ্চ বৃদ্ধি, (৩) লেকজ প্রজ্ঞার ব্যবহারের মাধ্যমে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস

জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা: প্রত্যাশা ও সাফল্য

মো. জাহাঙ্গীর আলম

জলবায়ুর ক্রমাগত ও দ্রুত পরিবর্তনের ফলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, লবণাক্ততা বৃদ্ধি, ঘন ঘন প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দীর্ঘস্থায়ী বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসসহ নদীভাঙ্গন প্রক্রিয়া মানুষের জীবন - জীবিকায় নানাভাবে প্রভাব ফেলছে। শুধু প্রাকৃতিক দুর্যোগ নয়, ফসল ও বাড়িঘরের ক্ষয়ক্ষতি, জানমালের নিরাপত্তাসহ বিশ্বের খাদ্য নিরাপত্তা আজ হুমকির সম্মুখীন

ভূমিকা

পরিবেশ বিপর্যয় বর্তমানে বিশ্বের জন্য একটি অশনি সংকেত। পৃথিবীর জীববৈচিত্র্য আজ হুমকির সম্মুখীন। পৃথিবী নামক গ্রহটির অস্তিত্ব রক্ষার জন্য পরিবেশের এই বিপর্যয় ঠেকানো অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। পরিবেশ বলতে পরস্পর ক্রিয়াশীল উপাদানগুলোর মাধ্যমে গড়ে ওঠা সেই প্রাকৃতিক ও জীবমণ্ডলীর প্রণালীকে বুঝায়, যার মধ্যে মানুষ ও অন্যান্য সজীব উপাদানগুলো বেঁচে থাকে, বসবাস করে। পরিবেশের ভৌত, রাসায়নিক ও জৈবিক বৈশিষ্ট্যের যে অবাঞ্ছিত পরিবর্তন জীবের জীবনধারণকে ক্ষতিগ্রস্ত করে তাকেই দূষণ বলে। ক্ষতিকর পদার্থ পরিবেশে যুক্ত হলে পরিবেশ দূষণ হয়। বায়ু, পানি, শব্দ ও মাটি দূষণের মাধ্যমে মূলত পরিবেশ দূষণ হয়ে থাকে।

ভূঅভ্যন্তর থেকে বের হওয়া গ্যাসীয় পদার্থ থেকেই বায়ুমন্ডলের সৃষ্টি। এতে নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, আরগন ও কার্বন-ডাই-অক্সাইড এবং সামান্য পরিমাণে অন্যান্য গ্যাস আছে। বায়ুমন্ডল সম্পূর্ণ ভূ-গোলক মুড়িয়ে রেখেছে এবং মাধ্যকর্ষণ শক্তির কারণেই তা পৃথিবীর সাথে লেপটে আছে। ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৮০ কি:মি: উচ্চতা পর্যন্ত বায়ুমন্ডলের গ্যাসীয় মিশ্রণ প্রায় সমান। বায়ুমন্ডলীয় গ্যাস অক্সিজেন সমস্ত জীব জগতের অস্তিত্বের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বায়ুমন্ডলীয় অবস্থা নিয়ন্ত্রণকারী নিয়ামকসমূহের মধ্যে সূর্যালোক, উষ্ণতা, বৃষ্টিপাত, বায়ুপ্রবাহ ও মেঘ গুরুত্বপূর্ণ। এ সব নিয়ামকের পারস্পরিক মিথষ্ক্রিয়া থেকেই জলবায়ুর উদ্ভব। বিশ্বব্যাপী জলবায়ুর ব্যাপক তারতম্য আছে। কোন স্থানের আবহাওয়া পরিবর্তনের নির্দিষ্ট ধারাই জলবায়ু। জলবায়ু হলো কোনো স্থানের ৩০-৪০ বছরের আবহাওয়ার গড় অবস্থা। মূলত বৃহৎ এলাকা নিয়ে

জলবায়ু নির্ণীত হয়ে থাকে। বায়ুমন্ডলে অন্যান্য গ্যাসগুলোর মধ্যে গ্রীনহাউস গ্যাসগুলোর আনুপাতিক উপস্থিতি ১ শতাংশেরও কম। গ্রীনহাউস গ্যাসগুলোর মধ্যে রয়েছে কার্বন-ডাই-অক্সাইড, আর্গন, হিলিয়াম, মিথেন, ক্লোরোফ্লুরো কার্বন ইত্যাদি। এই গ্রীনহাউস গ্যাসগুলোই মূলত বৈশ্বিক উষ্ণায়নের জন্য দায়ী।

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব

পরিবর্তিত বিশ্ব ব্যবস্থায় পৃথিবীর তাপমাত্রা দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ক্ষতিকর প্রভাব দৃশ্যমান হচ্ছে অত্যন্ত দ্রুততার সাথে। বাড়ছে বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক বিপর্যয়, বিঘ্নিত হচ্ছে প্রাকৃতিক ভারসাম্য। খাদ্য, স্বাস্থ্য, জীবন-জীবিকা, সুপেয় পানির নিরাপত্তাসহ অবকাঠামো ও শক্তিখাতে এই দেশের মানুষের সার্বিক আর্থ-সামাজিক জীবন এক বিরাট হুমকির মুখে দাঁড়িয়েছে । জলবায়ুর ক্রমাগত ও দ্রুত পরিবর্তনের ফলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, লবণাক্ততা বৃদ্ধি, ঘন ঘন প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দীর্ঘস্থায়ী বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসসহ নদীভাঙ্গন প্রক্রিয়া মানুষের জীবন - জীবিকায় নানাভাবে প্রভাব ফেলছে। শুধু প্রাকৃতিক দুর্যোগ নয়, ফসল ও বাড়িঘরের ক্ষয়ক্ষতি, জানমালের নিরাপত্তাসহ বিশ্বের খাদ্য নিরাপত্তা আজ হুমকির সম্মুখীন।

এ ছাড়া জলবায়ু অভিবাসী বা পরিবেশ শরণার্থীদের বিষয়টিও সবাইকে উদ্বিগ্ন করে তুলছে। বৈশ্বিক উষ্ণায়ন পৃথিবীতে প্রাণের অস্তিত্ব বিলোপের একটি কারণ হয়ে উঠতে পারে বলে বিজ্ঞানীরা আশঙ্কা করছেন। এমনকি স্টিফেন হকিং বলে গেছেন, মহাবিশ্বের অন্য কোনো গ্রহে মানববসতি স্থাপন করতে না পারলে হয়তো আগামী ৩০০ বছরের মধ্যে মানবসভ্যতার কোনো অস্তিত্বই থাকবে না। ২০৫০ সালের মধ্যে বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতা বৃদ্ধি ২ ডিগ্রির মধ্যে সীমিত রাখতে না পারলে বৈশ্বিক উষ্ণায়ন নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে উঠবে এবং মানবসভ্যতার ধ্বংস অনিবার্য হয়ে দাঁড়াবে।

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিঘাত আমাদের সামগ্রিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ও উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জনে নানাবিধ প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করছে। জার্মানি ওয়াচ কর্তৃক প্রকাশিত "বৈশ্বিক জলবায়ু ঝুঁকি সূচক-২০২১" অনুযায়ী জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট প্রাকৃতিক দুর্যোগের সর্বোচ্চ ঝুঁকির সূচকে বাংলাদেশ রয়েছে ৭ নম্বরে । বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, নদীভাঙ্গন, খরা, কালবৈশাখী, টর্ণেডো, জলোচ্ছ্বাস, বজ্রপাতের মতো দুর্যোগ এদেশে বারবারই আঘাত হানে। দ্রুত নগরায়নের সঙ্গে সঙ্গে জলাবদ্ধতা, অগ্নিকাণ্ড, ভবনধ্বসের পাশাপাশি মারাত্মক ভুমিকম্পের আশংকাও বাড়ছে এদেশে।

জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় বৈশ্বিক উদ্যোগ

বিজ্ঞানীরা বৈশ্বিক উষ্ণতা ও জলবায়ুর প্রভাব সম্পর্কে বহুদিন ধরে সতর্কবাণী উচ্চারণ করলেও শিল্পোন্নত ও ধনী দেশগুলো তাতে খুব একটা কর্ণপাত করেনি। সারা বিশ্বে উষ্ণায়নবিরোধী জনমত প্রবল হওয়া সত্ত্বেও শুধু আর্থিকভাবে প্রভাবশালী হওয়ার কারণে উন্নত দেশগুলো অপেক্ষাকৃত দরিদ্র দেশগুলোর ওপর জলবায়ু সন্ত্রাস চালাচ্ছে। উন্নত দেশগুলোর অব্যবস্থাপনা ও উদাসীনতার কারণে ইতোমধ্যে বায়ুমণ্ডলের যে ক্ষতি হয়েছে, বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশ তার কুফল ভোগ করছে। ধনী দেশগুলো এর দায় কোনোভাবেই এড়াতে পারে না। তবে এ ব্যাপারে ক্রমাগত চাপের ফলে অবশেষে ১৯৮৮ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয় জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক বহুপাক্ষিক কাঠামো ইন্টারগভর্নমেন্টাল প্যানেল অন ক্লাইমেন্ট চেঞ্জ (আইপিসিসি)।

১৯৯২ সালে ব্রাজিলের রিও ডি জেনিরোয় অনুষ্ঠিত ১৯২টি সদস্যদেশ জলবায়ু বিষয়ে একমত পোষণ করলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধিতায় কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া যায়নি। অবশেষে ১৯৯৭ সালের ইউএনএফসিসিসি'র কিয়োটা প্রটোকল ১৭৫টি দেশ নিয়ে গঠিত হয়, যা ২০০৫ সাল থেকে কার্যকর হয় এবং সবশেষ ২০১৫ সালের ১২ ডিসেম্বর প্যারিসে ১৯৬টি দেশের প্রতিনিধি নিয়ে কপ-২১ সম্মেলনে ক্ষতিগ্রস্ত স্বল্পোন্নত দেশগুলোকে ধনী দেশগুলো সৃষ্ট জলবায়ুর ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ঘোষণা আসে।

'কপ-২৬' সম্মেলন

বস্তুত পূর্বের উদ্যোগগুলোর ধারাবাহিতকায়, কোভিড-১৯ মহামারির কারণে দীর্ঘ এক বছর বিলম্বের পর নভেম্বর-২০২১ এর প্রথম দুই সপ্তাহে স্কটল্যান্ডের গ্লাসগোতে অনুষ্ঠিত হয়েছে। জাতিসংঘের জলবায়ু সম্মেলনের ২৬তম আসর 'কপ-২৬'। কপ-২৬ এর নতুন চুক্তিতে আগের তুলনায় দেশগুলো কীভাবে দ্রুত গ্রিনহাউজ গ্যাসের নির্গমন কমিয়ে আনবে, সে বিষয়ে পরিকল্পনা জানতে চাওয়া হয়েছে এবং এতে কয়লাসহ জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার কমানো নিয়ে সদস্য দেশগুলোর সুর কিছুটা নমনীয় হয়েছে। পাশাপাশি জলবায়ু সংকট মোকাবিলায় দরিদ্র দেশগুলোকে আরও বেশি সহযোগিতা করতে ধনী দেশগুলোর প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে। এবারের সম্মেলন বিশ্বব্যাপী করোনা মহামারির ব্যাপকতা, আধুনিক পৃথিবীর জীবনব্যবস্থায় বিদ্যমান বিভেদ ও ত্রুটিগুলো আমাদের সামনে স্পষ্টভাবে উন্মোচিত করেছে। তাই জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে অস্তিত্বের সংকট থেকে পৃথিবীকে বাঁচানোর উদ্যোগে এবারের জলবায়ু সম্মেলন ব্যাপক গুরুত্ব বহন করে। কপ-২৬-এর অন্যতম প্রধান আলোচনার

উচ্চ ফলনশীল জাতের সবজি চাষ

বিষয় বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি মোকাবিলা। প্রাক-শিল্প যুগের তুলনায় বিশ্বের তাপমাত্রা বৃদ্ধি দেড় ডিগ্রির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া। এ লক্ষ্য অর্জনের অংশ হিসেবে উন্নত দেশগুলোকে সহজ শর্তে স্বল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য প্রযুক্তি সহায়তা দেওয়া অব্যাহত রাখা। একই সঙ্গে কাঙ্ক্ষিত সময়ের মধ্যে নেট জিরো টার্গেট অর্জন করার জন্যও যথাযথ পদক্ষেপ নিতে হবে।

ছয় বছর আগে প্যারিস চুক্তিতে চলতি শতকের শেষে তাপমাত্রা বৃদ্ধির হার ২ ডিগ্রিতে সীমিত রাখার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হলেও এ পর্যন্ত গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ বাস্তবায়নে ধীরগতি ও ঘাটতি প্রকট। বিজ্ঞানীরা তাই হুঁশিয়ারি দিতে শুরু করেন যে তাপমাত্রা বৃদ্ধির হার ১ দশমিক ৫ ডিগ্রির মধ্যে আটকাতে না পারলে বিশ্বে জলবায়ুর কারণে যে ধরনের সংকট তৈরি হবে, তা এতটাই গুরুতর হবে যে এর জন্য এখনই লাল সতর্কতা জারি করা দরকার। গত দশকে বিশ্বে যেভাবে তাপমাত্রা বৃদ্ধির নতুন নতুন রেকর্ড হয়েছে, তাতে দেখা যাচ্ছে ইতোমধ্যে বিশ্বের তাপমাত্রা প্রাক্-শিল্পায়ন যুগের চেয়ে ১ দশমিক ১ ডিগ্রি বেড়ে গেছে। বিশ্বের প্রায় সব প্রান্তে ঘন ঘন আবহাওয়াজনিত চরম দুর্যোগ দেখা দিচ্ছে। জাতিসংঘের মহাসচিব অ্যান্তোনিও গুতেরেস ইতোমধ্যে এক বার্তায় জলবায়ু সম্মেলনে বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি ১ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে সীমিত রাখার লক্ষ্য 'লাইফ সাপোর্টে' চলে গেছে বলে উল্লেখ করেছেন।

'কপ-২৬' সম্মেলনে উন্নত দেশগুলো কর্তৃক প্রতিশ্রুত বার্ষিক ১০০ বিলিয়ন ডলারের অর্থায়ন প্রক্রিয়া বিলম্বিত হওয়ার বিষয়টি গভীর উদ্বেগের সঙ্গে উল্লেখ করে এ প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করতে বিশ্ব নেতৃবৃন্দ একমত হন। ২০২২ সালে মিসরে অনুষ্ঠেয় 'কপ-২৭' সম্মেলনে সব দেশ এমন লক্ষ্যমাত্রা উপস্থাপন করবে, যাতে ২০৩০ সালের মধ্যে প্যারিস চুক্তি অনুযায়ী পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি ২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে এবং ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি রাখা যায়। এ ছাড়া সুনির্দিষ্টভাবে আরও কয়েকটি ঘোষণা এসেছে, সেগুলোর লক্ষ্য হচ্ছে কার্বনসহ অন্যান্য ক্ষতিকর গ্যাস উদগিরণ কমানোর লক্ষ্যে বন উজাড়করণ বন্ধ, মিথেন গ্যাস উদগিরণ বন্ধ, নেট জিরো (ক্ষতিকর গ্যাস নির্গমন যতটা হবে, বায়ুমণ্ডল থেকে ততটাই অপসারণ করে ভারসাম্য আনা) অর্জনে বেসরকারি অর্থায়নের ব্যবস্থা করা।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন (ডাম)-এর গৃহীত কার্যক্রম

ডাম সবসময়ই দরিদ্র নিপীড়িত মানুষের জীবনমান উন্নয়নে কার্যকরী ভূমিকা রাখতে অঙ্গীকারাবদ্ধ। টেকসই উন্নয়নের ধারনায় মূল বিষয় হচ্ছে, মানুষের আর্থ-সামাজিক ও মানবিক মৌলিক চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা করা, আর তা এমনভাবে করতে হবে যাতে প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষিত হয়।

এই বিষয়গুলোকে বিবেচনায় এনে ডাম দশ বছরব্যাপী (২০১৫-২০২৫) কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। আর এতে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে আন্তর্জাতিক দলিল "Sustainable Development Goal", সরকারের ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, বিভিন্ন কৌশলপত্র, পরিকল্পনা ও নীতিসমূহ। এই কৌশলগত পরিকল্পনায় সমন্বিত কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য ৮টি সেক্টরে বিভাজিত করা হয়েছে, এর মধ্যে ৩টি মূল সেক্টর, ৩টি পরিপূরক সেক্টর ও ২টি ক্রসকাটিং সেক্টর। জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস সেক্টরটি ক্রসকাটিং সেক্টর হিসেবে অপরাপর সেক্টরগুলোর সাথে সমন্বিত কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

মিশনের জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস সেক্টর সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা অর্জন, জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি এবং অভিযোজন ও প্রশমনমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক ও বাংলাদেশ বন বিভাগসহ বিভিন্ন দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় একযোগে কাজ করছে। মিশনের অভিযোজন প্রক্রিয়ায় গৃহীত কার্যক্রমগুলো হল, জলবায়ু পরির্তনের ফলে নতুন প্রতিবেশিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার সাথে খাপখাইয়ে নেয়া, যা প্রতিক্রিয়ার মুখে পূর্বের অবস্থার সঙ্গে বর্তমান বাস্তবতার সমন্বয় সাধন। এ জন্য উন্নয়নের চাকা সচল রাখতে ব্যক্তি ও কমিউনিটি পর্যায়ে টেকসই অভিযোজন কৌশল প্রয়োগ, যা জীবন ও জীবিকার প্রতিটি ক্ষেত্র, যেমন- মৎস্য, কৃষি, জীববৈচিত্র্য, স্বাস্থ্য, পানিসম্পদ, জীবিকা, খাদ্যনিরাপত্তা ইত্যাদি নিশ্চিতকরন।

মিশনের উপশমমূলক কার্যক্রম হল জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবেলায় উপযোগী বিভিন্ন পদ্ধতি নির্ধারন ও বাস্তবায়নের জন্য- সামাজিক অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান, দক্ষতা, উন্নত প্রযুক্তি ও কৌশল ব্যবহার। দুর্যোগের ক্ষতিকর প্রভাব ও জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাতকে প্রশমিত করে ভবিষ্যত সহনশীল সমাজ গড়ার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনা পদ্ধতি ও প্রক্রিয়াগুলির মধ্যে সমন্বয় করেই ডাম এর কার্যক্রম গৃহীত হয়। এ সব কার্যক্রমের মধ্যে ওরিয়েন্টেশন, প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা আয়োজন এবং কমিউনিটি পর্যায়ে বৃক্ষরোপন, বাড়ী-ভিটা উঁচু করা, গুচ্ছগ্রাম তৈরি, কূল বাগান, বসতভিটায় সবজি বাগান, আমন-ছোলার শস্য বিন্যাস, রোপা আমনের জন্য শুষ্ক বীজতলা, উন্নত চুলা তৈরি অন্যতম। আর এক্ষেত্রে "কার্বনভিত্তিক অর্থনীতি" কে একটি প্রাসঙ্গিক বিষয় হিসেবে বিবেচনায় এনে গ্রীনহাউজ গ্যাসের উৎসারন দ্রুত নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসার জন্য ডাম এ্যাডভোকেসী কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও পুন:প্রতিষ্ঠাকরণের জন্য কৃষকদের জৈব সার ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করা, সামাজিক বনায়ন, বন সংরক্ষণ, সুপেয় পানিয় জলের জন্য বিভিন্ন নতুন উদ্ভাবন : ভাসমান বাগান, রিংভিত্তিক ঝুলন্ত বাগান, গোলা বা শস্যাধার স্থাপন, বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ এসকল পদ্ধতি ব্যবহারে ডাম উদ্বুদ্ধ করে থাকে।

উপসংহার

জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবিলা করা এবং পৃথিবীর মানুষকে প্রতিনিয়ত এ সম্পর্কে সচেতন করে তোলা আমাদের সবার সম্মিলিত দায়িত্ব। একই সঙ্গে কাঙ্ক্ষিত সময়ের মধ্যে নেট জিরো টার্গেট অর্জন করার জন্যও যথ যথ পদক্ষেপ নিতে হবে। জলবায়ু তহবিলের অর্থ নিয়ে যাতে কোনোরকম কারসাজি না হয়, সেদিকেও সংশ্লিষ্ট সবাইকে বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে। পৃথিবীকে বাঁচাতে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য বাসযোগ্য করে রেখে যাওয়ার লক্ষ্যে আমাদের একযোগে কাজ করে যেতে হবে। বাংলাদেশে টেকসই উন্নয়ন অব্যাহত রাখতে হলে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চালিকা শক্তিসমূহ, সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনা ও প্রেক্ষিত বিবেচনায় দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন করে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।

মো. জাহাঙ্গীর আলম, যুগ্ম পরিচালক, ক্লাইমেট চেঞ্জ এন্ড ডিজাস্টার রিস্ক রিডাকশন, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)-এর জীবন-কর্ম ও শিক্ষা-সমাজকল্যাণে অবদান শীর্ষক আলোচনা সভায় কুমিল্লা সদরে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন আ ক ম বাহাউদ্দিন বাহার এমপি

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা ছিলেন প্রখ্যাত সুফীসাধক, শিক্ষাবিদ ও সমাজ সংস্কারক

কুমিল্লায় আলোচনা সভায় বক্তারা

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) ছিলেন উপমহাদেশের প্রখ্যাত সুফীসাধক, দার্শনিক, শিক্ষাবিদ ও সমাজ সংস্কারক। তিনি একজন ক্ষণজন্মা মানুষ। দেশে শিক্ষা ও সমাজকল্যাণে তাঁর অসামান্য অবদান রয়েছে। পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর শিক্ষা ও কল্যাণে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার অবদান অনুসরণীয়। তাঁর প্রচেষ্টায় কুমিল্লাসহ চট্টগ্রাম অঞ্চলে অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

১৯ ডিসেম্বর কুমিল্লা টাউনহলের বীরচন্দ্র নগর মিলনায়তনে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) এর জীবন-কর্ম ও শিক্ষা-সমাজকল্যাণে অবদান শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে কুমিল্লা সদর আসনের এমপি ও মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা আ ক ম বাহাউদ্দিন বাহার এসব কথা বলেন।

সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য, খ্যাতনামা চিকিৎসক ও কুমিল্লার চান্দিনা আসনের সংসদ সদস্য অধ্যাপক ড. প্রাণ গোপাল দত্ত। তিনি বলেন, খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা উনবিংশ শতাব্দীর একজন প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ, শিক্ষা সংস্কারক ও সমাজহিতৈষী ছিলেন। যার অগ্রগামিতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯২১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁর দর্শনকে প্রায়োগিক রূপ দিতে ১৯৩৫ সালে তিনি আহ্ছানিয়া মিশন প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীতে দেশ ও দেশের বাইরে এর শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি চিন্তা ও কর্মে একজন অসাম্প্রদায়িক মানুষ ছিলেন। তিনি সকল শ্রেণী পেশার মানুষের কল্যাণে কাজ করেছেন। অনুষ্ঠানে মূল আলোচক ছিলেন জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) সাবেক চেয়ারম্যান ড. আব্দুল মজিদ। তিনি বলেন, মহামনীষী খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা-এর শিক্ষা বিভাগের সহকারী পরিচালক হিসেবে নিয়োগ প্রাপ্তি বাংলার মুসলিম ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। চট্টগ্রাম বিভাগের শিক্ষার উন্নতি ও প্রসারের গুরুদায়িত্ব তার ওপর অর্পিত হয়। তারই উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় চট্টগ্রাম মুসলিম হাইস্কুল।

১৯২৮ সালে মোছলেম এ্যাংলো ওরিয়েন্টাল গার্লস কলেজ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান প্রশংসনীয়। তাঁর প্রতিষ্ঠিত স্কুলগুলোর মধ্যে রয়েছে- ১৯০৯ সালে চট্টগ্রামে মুসলিম হাইস্কুল, ১৯১১ সালে কুমিল্লায় মাধবপুর শেখ হাই স্কুল, ১৯১২ সালে রায়পুর কে. সি হাই স্কুল, ১৯১৬ সালে কুমিল্লার চান্দিনা পাইলট হাই স্কুল, ১৯২০ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কুটি অটল বিহারী হাই স্কুল, ১৯২০ সালে কুমিল্লায় চন্দনা কে.বি হাই স্কুল, ১৯২১ সালে কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম এইচ. জে পাইলট হাই স্কুল উল্লেখযোগ্য।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, 'স্রষ্টার এবাদত এবং সৃষ্টের সেবা' এই মূলমন্ত্র নিয়ে ১৯৩৫ সালে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) সাতক্ষীরা জেলার নলতা শরীফে আহ্ছানিয়া মিশন প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৫৮ সালে প্রতিষ্ঠা করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন।

তারা আরও বলেন, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন আজ প্রতিষ্ঠাতার মূলমন্ত্র ধারণ করে সমাজের প্রায় প্রতিটি স্তরেই কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এবং এই কার্যক্রম আজ দেশের প্রায় প্রতিটি জায়গায় পৌঁছে গেছে। এমনকি দেশের গন্ডি পেরিয়ে আজ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এ কার্যক্রম সম্প্রসারিত হচ্ছে।

আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন খ্যাতনামা চিকিৎসক ও কুমিল্লার চান্দিনা আসনের সংসদ সদস্য অধ্যাপক ড. প্রাণ গোপাল দত্ত

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সাধারণ সম্পাদক ড. এস. এম খলিলুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য ও ওয়াশ সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদ, চট্টগ্রাম আহ্ছানিয়া মিশনের রাশেদ আহমেদ প্রমুখ।

সভায় কুমিল্লা অঞ্চলের বিভিন্ন এলাকায় আহ্ছানিয়া মিশন পরিচালিত শিক্ষা ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারী ছাড়াও নানা পেশার বিশিষ্টজনেরা উপস্থিত ছিলেন। এদিন কুমিল্লা টাউন হল প্রাঙ্গণে বিনামূল্যে মেডিকেল ক্যাম্পের মাধ্যমে রোগীদের স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়। এতে বিভিন্ন এলাকার নিম্নআয়েরসহ নানা পেশার অসংখ্য মানুষ বিনামূল্যে স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণ করে।

বিজয়ের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে লিটল ডাকলিংসে আয়োজন করা হয় চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা

"লিটল ডাকলিংসে বিজয়ের ৫০ বছর উদযাপন"

বাংলাদেশের বিজয় অর্জনের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে ১৫ ডিসেম্বর ২০২১ লিটল ডাকলিংস ডে কেয়ার, প্রি স্কুল ও প্লে-জোনের উদ্যোগে আয়োজন করা হয় বিভিন্ন অনুষ্ঠান। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের কনফারেন্স হলে শিশুদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত এসকল অনুষ্ঠানের মধ্যে ছিল- চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, আবৃত্তি, গান, নাচ ও ছড়া।

অনুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য হলো বর্তমান শিশুদের মাঝে মুক্তিযুদ্ধ ও এর প্রেক্ষাপট তুলে ধরা। অনুষ্ঠানে ড্রেস কোড ছিল- লাল-সবুজ। মোট ৫০ জন শিশু কিশোর অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। সকলের বয়স ২-৫ ও ১০ বছর।

কাপ-আপ প্রকল্পের শিক্ষার্থীদের কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন প্রদান

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের শিক্ষা সেক্টরের অধীনে পরিচালিত কাপ-আপ শিক্ষা প্রকল্পের সুবিধাবঞ্চিত ১২৩ জন শিক্ষার্থীদের কোভিড-১৯ ভ্যাকসিনের ১ম ডোজ প্রদান করা হয়েছে।

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের আওতাধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত ১২-১৭ বছর বয়সী শিক্ষার্থীদের কোভিড-১৯ টিকাদান কর্মসূচি ২০২১ এর আওতায় প্রকল্পের মোহাম্মাদপুর এলাকার শিক্ষার্থীরা টিকা গ্রহণের কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন। ঢাকার মোহাম্মদপুরের লালমাটিয়া মহিলা কলেজ কেন্দ্র হতে ২১ ডিসেম্বর ২০২১-এ শিক্ষার্থীরা ফাইজার ভ্যাকসিনের ১ম ডোজ টিকা গ্রহণ করে।

কোভিড-১৯ মহামারি পরিস্থিতিতেও কাপ-আপ শিক্ষা প্রকল্পের কার্যক্রম থেমে নেই।

রাজধানীর মোহাম্মদপুরের একটি কেন্দ্র হতে কাপ-আপ প্রকল্পের শিক্ষার্থীরা টিকা গ্রহণ করছে

পথশিশুদের অধিকার রক্ষায় সমন্বিত কার্যক্রম পরিচালনা জরুরি

–গোলটেবিল বৈঠকে বক্তারা

'নেটওয়ার্কিং বিল্ডিং এমং এক্টরস' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে অংশগ্রহণকারীবৃন্দ

পথশিশুদের অধিকার রক্ষায় সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাগুলোর মধ্যে সমন্বয় করে কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। একটি ক্রস-সেক্টর বডি গ্রহণ করতে হবে যা পথশিশুদের সেবার সমন্বয় তত্ত্বাবধান করবে। সমন্বয়হীনতার কারণে এ কার্যক্রমের প্রত্যাশিত ফল পাওয়া যাচ্ছে না।

২৯ অক্টোবর বুধবার রাজধানীর ধানমন্ডিস্থ ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত 'নেটওয়ার্কিং বিল্ডিং এমং এক্টরস' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে বক্তারা এ কথা বলেন।

বক্তারা বলেন, পিতৃ-মাতৃহীন পথ শিশুদের বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে নিজ-পরিচয়ে জন্ম-নিবন্ধনের সুপারিশ করা দরকার। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনকালে একটি জরিপের ফলাফল উল্লেখ করে স্ক্যান বাংলাদেশ-এর সেক্রেটারি মো. মনিরুজ্জামান মুকুল বলেন, ৯৪ শতাংশ শিশু শারিরীক নির্যাতনের শিকার, ৭৭.৯ শতাংশের জন্ম নিবন্ধন নেই এবং মাদকাসক্ত হলো ৮৫ শতাংশ পথশিশু।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের উদ্যোগে ও স্ট্রিট চিলড্রেন এক্টিভিস্টস নেটওয়ার্ক (স্ক্যান) বাংলাদেশ-এর সহযোগিতায় আয়োজিত এই গোলটেবিল বৈঠকে উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের নির্বাহী পরিচালক ড. এম এহ্ছানুর রহমান।

প্যানেল আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন অপরাজেয় বাংলাদেশের নির্বাহী পরিচালক ওয়াহিদা বানু, বাংলাদেশ শিশু একাডেমির জেলা শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা রশিদা বেগম, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক ফাতেমা জহুরা ও সমাজসেবা কর্মকর্তা (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ) কে এম আবু রায়হান।

আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের শিক্ষা সেক্টরের যুগ্ম পরিচালক মো. মনিরুজ্জামান, স্ক্যানের ভাইস-প্রেসিডেন্ট মো. এম আফতাবুজ্জামান ও ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের কাপ-আপ প্রকল্পের প্রোগ্রাম ম্যানেজার মো. মোদাচ্ছের হোসেন।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সাধারণ সম্পাদক ড. এস এম খলিলুর রহমানের সভাপতিত্বে সঞ্চালনা করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের চাইল্ড রাইটস এন্ড এডভোকেসি অফিসার নাজনীন শবনম।

এছাড়াও গোলটেবিল বৈঠকে ২০টি সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

সৈয়দপুর উপজেলায় কাপ-আপ প্রকল্প পরিদর্শন করছেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রেসিডেন্ট ও নির্বাহী পরিচালক

মিশন প্রেসিডেন্ট ও নির্বাহী পরিচালকের কাপ-আপ শিক্ষা কর্মসূচি পরিদর্শন

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রেসিডেন্টে কাজী রফিকুল আলম ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২১ সৈয়দপুর উপজেলার কাপ-আপ শিক্ষা প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। এ সময় তাঁর সাথে ছিলেন মিশনের নির্বাহী পরিচালক ড. এম. এহছানুর রহমান, রিসোর্স মোবিলাইজেশনের প্রধান কাজী এহসানুর রহমান, কাপ-আপ প্রকল্পের প্রকল্প ব্যবস্থাপক মো. মোদাচ্ছের হোসেন মাসুম। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রেসিডেন্ট এবং নির্বাহী পরিচালক কাপ আপ প্রকল্পের সৈয়দপুর ফিল্ডের বাঁশবাড়িস্থ "ধ্রুবতারা ডাম ইউসি এলসি" পরিদর্শন করেন।

তিনি প্রকল্পের জুনিয়র মাধ্যমিক শিক্ষার শিক্ষণ শেখার পদ্ধতি পর্যবেক্ষণ করেন। তিনি শিক্ষার্থীদের তাদের কোভিড পরবর্তী নতুন স্বাভাবিক স্কুল বছরের জন্য শুভ কামনা জানান। শিক্ষার্থী এবং শিক্ষক উভয়ের সাথে তার আলোচনার সময় কাজী রফিকুল আলম বিদ্যালয় বর্হিভূত ও ঝরে পড়া বস্তির শিশুদের শিক্ষা সেবা প্রদান করার জন্য শিক্ষকদের ধন্যবাদ জানান। মিশনের নির্বাহী পরিচালক কোভিড-১৯ এর বিস্তার রোধ করতে স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য বিধিনিয়মগুলো পর্যবেক্ষণ করেন। তিনি শ্রেণি ব্যবস্থাপনা এবং শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য নির্দেশিকা যথাযথভাবে অনুসরণ করা হচ্ছে বলে সন্তুষ্টি প্রকাশ করে।

সিএমসি সদস্যরা এবং অভিভাবকরা মিশনের প্রেসিডেন্ট, নির্বাহী পরিচালক এবং রিসোর্স মোবিলাইজেশনের প্রধানকে উষ্ণ স্বাগত জানায়। তারা তাদের ক্যাম্পাসে মিশনের প্রধান কার্যালয় থেকে কর্মকর্তাদের পেয়ে আনন্দিত হন। বিদ্যালয় বর্হিভূত বস্তির শিশুদের মানসম্মত শিক্ষার জন্য তারা ডাম টিমের সাথে তাদের মতামত বিনিময় করেন।

পরিদর্শনের পর, মিশনের প্রেসিডেন্ট ও নির্বাহী পরিচালক মহোদয় সৈয়দপর ফিল্ড অফিসে কর্মীদের সাথে একটি সভা করেন। কাপ-আপ প্রকল্পের প্রকল্প ব্যবস্থাপক সৈয়দপুরে প্রকল্পের কার্যক্রম বর্ণনা করেন। নির্বাহী পরিচালক মিশনের পরিচালনা নীতি অর্থাৎ উৎকর্ষ গুণমান, উদ্ভাবন, স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে প্রতিটি কাজের মান বজায় রাখার পরামর্শ প্রদান করেন।

চট্টগ্রামের ওয়াইজর পাড়ায় উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উদ্বোধন

১৫ ডিসেম্বর ২০২১ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো'র আওতাধীন পিইডিপি-৪ এর সাব কম্পোনেন্ট ২.৫ ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের বাস্তবায়নে আউট অব স্কুল চিলড্রেন এডুকেশন প্রোগ্রাম কর্মসূচির ওয়াইজর পাড়া উপানুষ্ঠানিক প্রাথ মিক বিদ্যালয়ের উদ্বোধন করা হয়। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের ১৮ নং পূর্ব বাকলিয়া ওয়ার্ডের অবস্থিত এই বিদ্যালয়ের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন এর নির্বাহী পরিচালক ড. এম. এহছানুর রহমান মহোদয়ের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মু. মাহমুদ উল্লাহ মারুফ, চট্টগ্রাম জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি), বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মো: জুলফিকার আমিন, সহকারী পরিচালক, জেলা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো, চট্টগ্রাম এবং পাঁচলাইশ থানা শিক্ষা অফিসার মু. আব্দুল হামিদ।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন এর সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার সাইফুল করিম। আরো বক্তব্য রাখেন যুগান্তর সমাজ উন্নয়ন সংস্থার প্রধান নির্বাহী ইয়াসমিন পারভীন, ক্যাপ-এর নির্বাহী পরিচালক নুর মোহাম্মদ, সততা'র নির্বাহী পরিচালক মো: রাকিব হায়দার ও সুফল প্রকল্পের ফিল্ড কো-অর্ডিনেটর আব্দুল লতিফ। শিখন কেন্দ্র উদ্বোধনের অনুভূতি ব্যক্ত করেন উদ্বোধনকৃত শিখন কেন্দ্রের শিক্ষক হোসনে আরা পুতুল।

পথশিশুদের নিয়ে ডাম শিক্ষা সেক্টরের অধিকার প্রকল্পের শিক্ষাসফর

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন-এর অধীনে পরিচালিত অধিকার প্রকল্পের শিশুদের জন্য দিনব্যাপী শিক্ষাসফরের আয়োজন করা হয়।

২০ ডিসেম্বর ২০২১ কমলাপুর স্টেশন, টিটিপাড়া রেলগেট বস্তি ও দক্ষিণ কমলাপুরে অবস্থানরত প্রকল্পের সুবিধভোগী ৬০ জন শিশু ও কয়েকজন অভিবাবকসহ প্রকল্পের কর্মকর্তাগণ এতে অংশগ্রহণ করেন। শিশুরা ঢাকার মিরপুরে জাতীয় চিড়িয়াখানা পরিদর্শন করে।

অংশগ্রহণকারি পথশিশুদের কেউই এর আগে চিড়িয়াখানা দেখেনি, তাই তারা এই সময়টা দারুনভাবে উপভোগ করে। এই সফরের মাধ্যমে তারা বিভিন্ন ধরনের প্রাণি সম্পর্কে সরাসরি শিখতে পেরেছে। শিক্ষাসফরের এই সময়টায় তাদের জন্য উন্নতমানের নাস্তা ও দুপুরের খাবার বিতরণ করা হয়।

নারী নির্যাতন বন্ধে প্রথমে পারিবারিক নৈতিক শিক্ষা প্রয়োজন: খাদ্য সচিব

নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ উদযাপন উপলক্ষে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের উদ্যোগে আয়োজিত সেমিনারে বক্তারা

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মোছাম্মৎ নাজমানারা খানুম বলেছেন, নারী নির্যাতন প্রতিরোধ করতে হলে আগে পারিবারিক নৈতিক শিক্ষা প্রয়োজন। তিনি বলেন, আমাদের দেশে অনেক পরিবারে নারীদের অবহেলা করা হয়, এটা বন্ধ করতে হবে। ছেলে-মেয়েদের ছোট থেকে নৈতিক শিক্ষা দিতে হবে, তবেই নারী নির্যাতন কমে আসবে।

৯ ডিসেম্বর রাজধানীর ধানমন্ডিতে অবস্থিত ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনে নারী নির্যতন প্রতিরোধ পক্ষ ২০২১ উদযাপন উপলক্ষে সেমিনারে তিনি এসব কথা বলেন। সেমিনার আয়োজন করে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন (ডাম)। ১৬ দিন ব্যাপী আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ (২৫ নভেম্বর-১০ ডিসেম্বর) অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এ বছরের প্রতিপাদ্য, নারী নির্যাতন বন্ধ করি কমলা রঙের বিশ্ব করি।

ড. মোছাম্মৎ নাজমানারা খানুম বলেন, আমাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নারীর ক্ষমতায়নে কাজ করে যাচ্ছে। তার যোগ্য নেতৃত্বে আমরা অনেক এগিয়েছি। আমরা এখন বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে শিখেছি। নারী নির্যতন প্রতিরোধে দেশে সব আইন তিনি করে দিয়েছেন। এখন আমাদের এগুলো কাজে লাগাতে হবে।

খাদ্য মন্ত্রণালয় নিয়ে সচিব বলেন, সরকার খাদ্য মন্ত্রণালয়ের মধ্যেমেও নারীদের সহায়তা দেয়। কোন নারী শিশুকে কষ্ট করতে যেন না হয়, সে বিষয়টিকে আমরা গুরুত্ব দেয়। সভাপতির বক্তব্য ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সাধারণ সম্পাদক ড.এস. এম খলিলুর রহমান বলেন, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের মূল লক্ষ্যে স্রষ্টার ইবাদত, সৃষ্টির সেবা করা। আমরা দেশের মানুষের জন্য কাজ করে যাচ্ছি। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে। আমরা নেত্রীকে সহাতা করে দেশ ও জাতির জন্য কাজ করতে চাই।

সেমিনারে, বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন, ঢাকা অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মোছাঃ নাজমা নাহার, ডাম এর নির্বাহী পরিচালক ড.এম এহছানুর রহমান, নারায়ণগঞ্জ মহিলা অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক কামিজা ইয়াসমিন। এছাড়া স্বাগত বক্তব্য রাখেন ডাম এর হেড অব এডুকেশন এন্ড টিভিইটি মোদাচ্ছের হোসেন মাসুম, সেমিনারের মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ প্রকল্প ডাম এর ডিভিশনাল প্রোগ্রাম ম্যানেজার ফিরোজ আহমেদ।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সাথে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রকল্প বাস্তবায়ন চুক্তি স্বাক্ষরিত

বাংলাদেশ সরকারের শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীনে "বাংলাদেশে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসন (চতুর্থ পর্যায়)" নামক প্রকল্প বাস্তবায়নে ডাম এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সাথে আনুষ্ঠানিকভাবে একটি চুক্তি সাক্ষরিত হয়েছে। ২৬ অক্টোবর ২০২১-এ ঢাকার বিজয়নগরে শ্রম অধিদপ্তরের সভাকক্ষে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান, এমপি।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব মোহাম্মদ এহছানে ইলাহী-এর সভাপতিত্বে এই প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক মো. মনোয়ার হোসেন মন্ত্রণালয়ের পক্ষে চুক্তি সাক্ষর করেন। মিশনের পক্ষে আগেই এই চুক্তি সাক্ষর করেন মিশনের নির্বাহী পরিচালক ড. এম. এহছানুর রহমান। চুক্তি সাক্ষর অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ড. সেলিনা আক্তার। প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান, এমপি-এর উপস্থিতিতে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সকল সংস্থাকে এই চুক্তিপত্র প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে মিশনের শিক্ষা সেক্টরের প্রোগ্রাম ম্যানেজার মো.

"বাংলাদেশে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসন (চতুর্থ পর্যায়)" নামক প্রকল্প বাস্তবায়নে ডাম এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মধ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে চুক্তি স্বাক্ষর

মোদাচ্ছের হোসেন মাসুম উপস্থিত থেকে মন্ত্রণালয় থেকে মিশনের পক্ষে প্রকল্প বাস্তবায়নের চুক্তিপত্র গ্রহণ করেন।

উল্লেখ্য যে, নতুন এই প্রকল্পটি মিশনের শিক্ষা ও টিভিইটি সেক্টরের অধীনে ৩৬টি শিখন কেন্দ্র ও ৪৫টি স্কিল ডেভেলপমেন্ট ট্রেডে ভিটিআই-এর মাধ্যমে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনে বাস্তবায়িত হবে। প্রাথমিক পর্যায়ে চুক্তি অনুযায়ী এই প্রকল্পের মাধ্যমে ১০ থেকে ১৪ বছর বয়সী ৮৯৩ জন শিশুদের ৬ মাস শিক্ষা ও ৪ মাস কারিগরি দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। এছাড়াও প্রকল্পটি ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসনে কাজ করবে।

সুবিধাবঞ্চিত শিক্ষার্থীদের কোভিড-১৯ ভ্যাকসিনের ১ম ডোজ প্রদান

রাজধানীর মোহাম্মদপুরে রংধনু ইউসিএলসিতে কোভিড-১৯ টিকা গ্রহণ করছে এক শিক্ষার্থী

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের শিক্ষা সেক্টরের অধীনে পরিচালিত ইষ্ট আলোকন প্রকল্পের রংধনু ইউসিএলসির শিক্ষার্থীদের কোভিড-১৯ ভ্যাকসিনের ১ম ডোজ প্রদান করা হয়েছে। ঢাকার মোহাম্মদপুরের চাঁদ উদ্যানে অবস্থিত রংধনু ইউসিএলসিতে বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া, সুবিধাবঞ্চিত, সমাজের পিছিয়ে পড়া শিশুরা শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে। কোভিড-১৯ মহামারি পরিস্থিতিতেও রংধনু ইউসিএলসির কার্যক্রম থেমে নেই। এই সময় শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে স্বাস্থ্যবিধি মেনে, শারিরীক দূরত্ব বজায় রেখে এবং নিয়মিত মাস্ক পরিধান করে শিক্ষার্থীরা শ্রেণি-কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করছে।

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের আওতাধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত ১২-১৭ বছর বয়সী শিক্ষার্থীদের কোভিড-১৯ টিকাদান কর্মসূচি ২০২১ এর আওতায় রংধনু ইউসিএলসির জেএসসি ২৫ জন শিক্ষার্থী (ছেলে ১৩ জন, মেয়ে ১২ জন) টিকা গ্রহণের রেজিস্ট্রেশন করে। এদের মধ্যে ২০ জন শিক্ষার্থীকে (ছেলে ৯ জন ও মেয়ে ১১ জন) ৩ অক্টোবর ২০২১ ঢাকা কমার্স কলেজে কেন্দ্র হতে ভ্যাকসিন ১ম ডোজ প্রদান নিশ্চিত করা হয়েছে। সাইবারগত ত্রুটি ও জন্মসনদগত ত্রুটি থাকার কারণে ৫ জন (ছেলে ৪ জন ও মেয়ে ১ জন) শিক্ষার্থীকে ভ্যাকসিন প্রদানে পরবর্তী নির্দেশনা অনুযায়ী খুব দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে সিদ্ধান্ত হয়।

বাল্যবিবাহ নিরোধ কমিটির মাসিক সভায় মিশনের প্রতিনিধি

ঢাকা জেলায় জেলা পর্যায়ের বাল্যবিবাহ নিরোধ কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৮ নভেম্বর ২০২১-এ জেলা প্রশাসকের সভা কক্ষে অনুষ্ঠিত এই সভায় সভাপতিত্ব করেন কমিটির সভাপতি ও জেলা প্রশাসক মো. শহীদুল ইসলাম। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের পক্ষ থেকে অংশগ্রহণ করেন ডাম শিক্ষা সেক্টরের সিইএমবি (Combating Early Marriage in Bangladesh) প্রকল্পের জেলা সমন্বয়কারী ফারহানা বেগম। সভায় বাল্যবিবাহের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেন। বিশেষ করে করোনার সময়ে বাল্যবিবাহের হার ও প্রবণতা বেড়ে যাওয়ার ফলে দেশের বিভিন্ন জায়গার স্কুলগুলোতে এবং এসএসসি পরীক্ষায় মেয়ে শিক্ষার্থী অনুপস্থিতি আশংকজনক।

কমলাপুর রেলস্টেশনে পথ শিশুরাই মঞ্চস্থ করলো পথনাটক

শিশুর জন্য বিনিয়োগ করি, সমৃদ্ধ বিশ্ব গড়ি-বিশ্ব শিশু অধিকার সপ্তাহ ২০২১ (৪- ১০ অক্টোবর) এর এই প্রতিপাদ্য বিষয়কে সামনে রেখে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের বিভিন্ন শিক্ষা প্রকল্প সপ্তাহব্যাপি শিশুদের নিয়ে নানা অনুষ্ঠান আয়োজন করে। এরই অংশ হিসেবে মিশনের 'অধিকার প্রকল্প' ১০ অক্টোবর ২০২১-এ ঢাকার কমলাপুর রেলস্টেশনে পথশিশুদের অংশগ্রহণে একটি পথনাটক আয়োজন করে। পথ নাটকে শিশুরা তাদের অধিকার, বেঁচে থাকা, নির্যাতনের শিকার ও বিকাশের অধিকার অভিনয়ের মাধ্যমে ফুঁটিয়ে তোলে। শিশুদের প্রাণবন্ত অভিনয় তাদের জীবনের বাস্তবতাকে তুলে ধরে। এই পথনাটক কমলাপুর রেলস্টেশনে উপস্থিত অন্যান্য শিশু এবং পথ চারীদের মন কেড়ে নেয়। শিশু অধিকার সপ্তাহ ২০২১ উদযাপন উপলক্ষে পথনাটক প্রদর্শন ছাড়াও শুরু থেকেই 'অধিকার প্রকল্প' শিশুদের নিয়ে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, গল্প বলার মত চমকপ্রদ কিছু কার্যক্রম আয়োজন করে। পথনাটক পরিচালনা, উপস্থিত প্রায় ৬০ জন শিশুর মাঝে খাদ্য বিতরণ, শিশু অধিকার নিয়ে সকলের সাথে আলোচনা

ঢাকার কমলাপুর রেলস্টেশনে পথশিশুদের অংশগ্রহণে মঞ্চস্থ নাটক

এবং নাটক সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার পরিবেশ বজায় রাখতে Samatat Open Scout Group ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনকে সাহায্য করে থাকে। আজকের শিশুরাই আগামী দিনের ভবিষ্যত। তাই আজকের দিনে তাদের মেধার বিকাশের যতটা সুন্দর পরিবেশ দেওয়া সম্ভব, তারাও ততটা সুন্দর পৃথিবী উপহার দিয়ে যাবে। সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের অধিকার নিশ্চিত করতে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের অধিকার প্রকল্প নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

চট্টগ্রামের ওওএসসি শিক্ষা কার্যক্রম পরিদর্শনে ডাম নির্বাহী পরিচালক

ডাম নির্বাহী পরিচালক ড. এম. এহ্ছানুর রহমান ওওএসসি কার্যক্রম পরিদর্শনের সময় কর্মকর্তাদের সাথে

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের (ডাম) নির্বাহী পরিচালক ড. এম. এহছানুর রহমান চট্টগ্রাম জেলায় চলমান স্কুলে (ওওএসসি) শিক্ষা কার্যক্রম পরিদর্শন করেছেন। ২৬ এবং ২৭ অক্টোবর ২০২১-এ তার সফরের সময়, আউট অব স্কুল চিলড্রেন প্রোগ্রামের সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার সাইফুল করিম এ সময় উপস্থিত ছিলেন। তিনি মিরেরসরাই, সীতাকুন্ড, হাটহাজারী, রাউজান, কর্ণফুলী, পটিয়া ও বোয়ালখালী নামে ৭টি উপজেলা অফিস পরিদর্শন করেন। তিনি নিজ নিজ উপজেলা প্রোগ্রাম ম্যানেজার ও অন্যান্য অংশীদার সংস্থার সাথে কথা বলেছেন এবং শিক্ষার্থীদের জরিপ ডেটা এবং এনওসি, অভিভাবক গৃহীত, সারসংক্ষেপ পত্র, প্রতিবেদন ইত্যাদি বিষয়গুলো দেখেন।

এছাড়াও তিনি বোয়ালখালী উপজেলার কানন গোড়ায় ১৮৮০ সালে প্রতিষ্ঠিত পিসি সেন সরোয়ারতলী উচ্চ বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রতিষ্ঠাতা খানবাহাদুর আহছানউল্লা (র.) অবিভক্ত বাংলার শিক্ষা অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক থাকাকালে বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠায় সরাসরি সহায়তা করেন। বিদ্যালয়ে খানবাহাদুর আহছাউল্লা (র.) এবং ব্যারিস্টার পূর্ণ চন্দ্র সেনের ভূমিকা নিয়েও আলোচনা করেন।

পরিদর্শনের শেষ দিনে তিনি সমস্ত উপজেলা/থানা প্রোগ্রাম ম্যানেজার এবং জেলা দলের সাথে স্কুল বহির্ভূত শিশু শিক্ষা কার্যক্রমের অধীনে চট্টগ্রাম জেলা অফিসে একটি শেয়ারিং সভায় যোগ দেন। তিনি পরিদর্শন কার্যক্রমের মতামত শেয়ার করেন এবং পুনঃজরিপ এবং অনলাইন ডেটা এন্ট্রি, জরিপ ডেটা যাচাইকরণ এবং এলসিভিত্তিক সারাংশ শীট তৈরির বিষয়ে আলোচনা করেন। তিনি থানা/উপজেলা অফিসে সংরক্ষিত প্রাসঙ্গিক নথিসহ সারসংক্ষেপ পত্র এবং এনওসি/অভিভাবককে নিশ্চিত করার পরামর্শ দেন।

দুর্নীতিবিরোধী দিবস-২০২১ উদযাপনে আহ্ছানিয়া মিশন

আপনার অধিকার, আপনার দায়িত্ব: দুর্নীতিকে না বলুন' এই প্রতিপাদ্য নিয়ে ৯ ডিসেম্বর সারা দেশব্যাপী আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস-২০২১ উদযাপিত হয়। দিবসটি উপলক্ষে সারাদেশে মানববন্ধন, সেমিনার ও আলোচনা সভাসহ দুর্নীতি বিরোধী কার্টুন প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে। রাজধানীর ৯টি পয়েন্টে দুর্নীতি দমন কমিশনের উদ্যোগে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, ঢাকা আহছানিয়া মিশনসহ বিভিন্ন সংগঠন মানিক মিয়া এভিনিউ পয়েন্টে এই মানববন্ধনে অংশগ্রহণ করে।

জাতিসংঘ ২০০৩ সালে ৯ ডিসেম্বরকে আন্তর্জাতিক দুর্নীতি বিরোধী দিবস ঘোষণা করে। সে হিসেবে এবার ১৯তম আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস।

আলোর ভূবন ইউসিএলসি'র শিক্ষা সফর

ডাম কাপ-আপ মিরপুর প্রকল্পের আলোর ভূবন ইউসিএলসির শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের শিক্ষা সফরের প্রাক্কালে

শিক্ষা সফরের মাধ্যমে সুন্দর একটি দিন বাংলাদেশ জাতীয় চিড়িয়াখানায়। শিক্ষা সফরের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর অসম্পূর্ণ ও আবদ্ধ জ্ঞান বিকাশ লাভের সুযোগ পায়।

শিক্ষা সফর একজন শিক্ষার্থীর শিক্ষা জীবনকে করে আনন্দময় ও পরিপূর্ণ। শিক্ষা সফরের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা সুযোগ পায় নিজের দেশ ও জাতির ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি তথা নিজের শেকড় সম্পর্কে জানতে। তারই ধারাবাহিকতায় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন কর্তৃক পরিচালিত DAM Kaap-uup Mirpur কাপ-আপ প্রকল্প মিরপুর ফিল্ড অফিসের আলোর ভূবন ইউসিএলসির সিএমসি, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর উদ্যোগে আয়োজিত হলো শিক্ষা সফর ২০২১। স্থান বাংলাদেশ জাতীয় চিড়িয়াখানা, মিরপুর, ঢাকা।

শিক্ষার্থীদের শিক্ষা সফরের অন্যতম বিনোদনের আকর্ষণ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান নাচ, গান, অভিনয়, আবৃত্তি, কৌতুক এবং অন্যদিকে প্রধান আকর্ষণ চিড়িয়াখানার রয়েল বেঙ্গল টাইগার, এছাড়া চিড়িয়াখানা নানা রকম দেশী বিদেশী জীব-জন্তু যা দেখে শিক্ষার্থীরা সারাদিন আনন্দঘন পরিবেশে দিনটি অতিবাহিত করে।

দিনশেষে শিক্ষা সফরের বিশেষ আকর্ষণ ছিল কমিটির ও শিক্ষকের উদ্যোগে শিক্ষার্থীদের নিয়ে চিড়িয়াখানার ওপর বিশেষ কুইজ প্রতিযোগিতা। শিক্ষার্থীদের স্বত:স্ফূর্ত অংশগ্রহণের মাধ্যমেই শেষ হয় এই কুইজ প্রতিযোগিতা যেখানে তিনজন বিজয়ী হয় এবং কমিটির পক্ষ থেকে তাদের পুরস্কৃত করেন।

সকলের জন্য নৈতিক শিক্ষা সেমিনারে প্রফেসর ড. ওসমান গণী

একজন শিক্ষকের নীতিবান হওয়া খুবই জরুরি

হিজরি বছরকে কেন্দ্র করে "সকলের জন্যে নৈতিক শিক্ষা" সেমিনারের আয়োজন করা হয়। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নৈতিকতার যে প্রয়োগ ও চর্চা অবলম্বন করে- আমরা কীভাবে নিজেকে গড়তে পারি, সমাজকে সেবা করতে পারি এবং আখিরাতের পুঁজি অর্জন করতে পারি- সে লক্ষ্য নিয়ে সিরিজ সেমিনারের আয়োজন করা হচ্ছে।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন পরিচালিত আহ্ছানিয়া মিশন কলেজ, আহ্ছানিয়া ইন্সস্টিটিউট অব সুফিজম এবং সেন্টার ফর এথিকস এডুকেশন এর যৌথ উদ্যোগে বছরব্যাপী (২০২১-২০২২) কর্মসূচি "সকলের জন্যে নৈতিক শিক্ষা"-র দ্বিতীয় আয়োজন ছিল "শিক্ষায় ও শিক্ষকতায় নৈতিকতা" শীর্ষক অনলাইন সেমিনার। ২৫ নভেম্বর ২০২১ অনুষ্ঠিত সেমিনারটি পরিচালনা করেন মুফতি শায়খ মোহাম্মদ ওসমান গণী, সহকারী অধ্যাপক, আহ্ছানিয়া ইন্সটিটিউট অব সুফিজম।

সূচনা বক্তব্যে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন-এর নির্বাহী পরিচালক ড. এম. এহছানুর রহমান বলেন, হিজরি বছরকে কেন্দ্র করে "সকলের জন্যে নৈতিক শিক্ষা" সেমিনারের আয়োজন করা হয়। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নৈতিকতার যে প্রয়োগ ও চর্চা অবলম্বন করে- আমরা কীভাবে নিজেকে গড়তে পারি, সমাজকে সেবা করতে পারি এবং আখিরাতের পুঁজি অর্জন করতে পারি- সে লক্ষ্য নিয়ে সিরিজ সেমিনারের আয়োজন করে যাচ্ছি। প্রতিবছর ছয়টি সেমিনার আয়োজনের এ ধারাবাহিকতায়, হিজরি ১৪৪৩-এর দ্বিতীয় সেমিনার ২৫ নভেম্বর, ২০২১ তারিখ উদ্বোধন ঘোষণা করছি।

আয়োজক প্রতিষ্ঠান হিসেবে আহ্ছানিয়া মিশন কলেজ-এর অধ্যক্ষ, প্রফেসর মো: মফিজুর রহমান বলেন, আমরা ২০১৮ সালের জানুয়ারিতে সেন্টার ফর এথিকস এডুকেশন-এর সাথে আনুষ্ঠানিক চুক্তিসহ সমোঝতার বন্ধনে আবদ্ধ হই। এরই আলোকে নৈতিকতা বিষয়ক নানান কর্সূচি গ্রহণ করা হয়। যার ফলে পরবর্তী সময়ে আমাদের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে আমূল নৈতিক পরিবর্তন লক্ষ্ করা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ এসএসসি ২০২১ পরীক্ষার্থীদের দোয়া অনুষ্ঠান আয়োজন করা হলেও; শিক্ষার্থীরা র‍্যাগ ডে'র নামে বিশৃঙ্খল কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকে।

অনুষ্ঠানের আরেক আয়োজক প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর এথিকস এডুকেশন-এর নির্বাহী প্রধান কাজী আলী রেজা বলেন, আমরা এপর্যন্ত ১১টি স্কুল-কলেজের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়ে ছোটদের মাঝে কাজের পরিকল্পনা গ্রহণ করি। তিনি বিদ্বান হওয়া সহজ উল্লেখ করে শিক্ষিত হওয়ার ওপর জোর দেন। এজন্যে তাঁর প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তির আচার-আচরণ, সম্মান প্রদর্শন, বডি ল্যাংগুয়েজ পরিবর্তনসহ প্রকৃত অর্থে কিছু মানুষকে পরিবর্তনের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে বলে জানান।

প্রধান আলোচক প্রফেসর ড. ওসমান গণী, চেয়ারম্যান, ইসলামিক হিস্ট্রি এন্ড সিভিলাইজেশ্যন ও ডীন, স্কুল অব আর্টস, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ, বলেন- শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড এবং আল্লাহ তায়া'লার বিশেষ নেয়ামত। শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হিসেবে তিনি বলেন, মানুষের সর্বাঙ্গীন বিকাশের মাধ্যমে তাকে শ্রেষ্ঠত্বের দিকে পরিচালিত করাই হল শিক্ষা। কিন্তু দুঃখপ্রকাশ করে এর বিপরীত দিকটির সাথে শিক্ষকদের সংযোগের সমসাময়িক কিছু ঘটনার উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া যুবক-যুবতিদের মাঝে দেখা দিয়েছে নানারকম অপরাধ প্রবণতা, অমানবিকতা, স্বার্থপরতা, অনৈতিকতা। উচ্চ শিক্ষিত অনেক ব্যক্তির সাথে আচরণের এ গড়মিলের কারণ, নৈতিক শিক্ষা ও সুশিক্ষার অভাব। মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর মধ্যে মৌলিক পার্থক্য নির্ণয় হয় নৈতিকতার ভিত্তিতে। সুদূর অতীতকাল থেকে নৈতিকতার দিকটি চলমান এবং পৃথিবীর অধিকাংশ ধর্মই নৈতিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত।

তিনি কোরআনের বিভিন্ন আয়াত উল্লেখ করে আল্লাহর নির্দেশিত নৈতিক পথ অবলম্বন করার দিকটি তুলে ধরেন। এসব কর্মধারা মুসলমানদের আচরণে থাকার কথা থাকলেও, তা আজ অনেকক্ষেত্রে অনুপস্থিত। তিনি ধর্মীয় বিষয়ের বাইরে নৈতিক মানদণ্ড দেখানোর ক্ষেত্রে অমুসলমানদের একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, "জাপানের একজন গাড়ির ড্রাইভার বাংলাদেশীকে নিয়ে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে তিনি মিটার বন্ধ করে দেন। এবং নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছালে ভাড়া নেন। যা কিছুটা কম হওয়ায়- যাত্রী কৌতূহল বশত মিটার বন্ধ রাখার কারণ জিজ্ঞেস করেন। ড্রাইভার নিজের ভুলে ভিন্ন পথে যাওয়ার কারণ উল্লেখ করেন এবং বলেন, এজন্যে অতিরিক্ত ভাড়ার দায় যাত্রী নিতে পারেন না।"-একজন অমুসলিম ড্রাইভারের অভূতপূর্ব নৈতিক মানদণ্ড এখানে বিশেষভাবে স্বীকার্য।

তিনি শিক্ষকের নৈতিক গুণাবলির কথা উল্লেখ করে বলেন, শিক্ষার্থীরা শিক্ষকদের অনুসরণ এবং অনুকরণ করেন এবং জাতীয় জীবনে এ প্রভাব বিস্তারের জন্যে নিজেদেরকে শিক্ষকদের আদর্শে তৈরি করে থাকেন। তাই একজন শিক্ষকের নীতিবান হওয়া খুবই জরুরি।

অনুষ্ঠানে প্রফেসর গোলাম রহমান বলেন, আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করছেন সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ হিসেবে। মানুষ তার কাজ সঠিকভাবে পালন না করলে পৃথিবীতে অনেক দুর্দশা দেখছেন এবং দেখবেন। তিনি আদর্শিক কর্মকাণ্ডের ধারক হিসেবে সমসাময়কি আদর্শিক ব্যক্তি খান বাহাদুর আহছানউল্লা (রঃ)-এর জীবন ও কর্ম উল্লেখ করেন। বক্তাদের মধ্যে মো. সাইফুজ্জামান নিজের অভিমত ব্যক্ত করেন।

বিশেষ বক্তা হিসেবে প্রফেসর ড. মিজানুর রহমান, সাবেক চেয়ারম্যান, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, বাংলাদেশ, বলেন- পৃথিবীর আদিমকাল থেকে নৈতিকতা চলে আসছে। কিন্তু তা শ্রেণি বা গোত্র বিভাজনের সাথে সাথে বিভাজিত হয়ে পড়ে। এ বিষয়টি স্পষ্ট করে, পশ্চিমাদের সাথে এশিয়া তথা পূর্বাঞ্চলীয়দের পারিবারিক নৈতিক ভিত্তি এক নয়। তাদের দেখানো পথে না গিয়ে বরং পরিবার গঠন এবং বিকশিত পথেই নৈতিক আচরণ শেখানো ও মানানো যায়।

অনুষ্ঠানে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন-এর প্রেসিডেন্ট কাজী রফিকুল আলম উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন, ড. এস এম খলিলুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন। তিনি তাঁর সমাপনী বক্তব্যে খান বাহাদুর আহছানউল্লা (রঃ)-এর ধর্মীয় আচরণ, নিষ্ঠা এবং কর্তব্য পালনে ব্রিটিশ সরকারের দায়িত্বের দৃষ্টান্তসহ তাঁর শিক্ষকদের আদর্শিক গুণাবলীর কথা তুলে ধরন। তিনি শিক্ষার্থীদের নতুন নতুন টেকনলজির ভালো দিকটির সাথে নিজেকে সংযুক্ত হওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, চারদিকে নেগেটিভ কর্মকাণ্ড থাকার পরেও ইতিবাচক চিন্তাকে প্রাধান্য দিতে হবে এবং আদর্শিক জীবন গঠন ও নৈতিক গুণাবলি অর্জন করে সর্বস্তরে তা ছড়িয়ে দিতে হবে।

আহছানিয়া মিশন ক্যান্সার হাসপাতালে কাজী রফিকুল আলম টিউমার বোর্ড ও অধ্যাপক ডা. এমএ হাই ক্যান্সার রেজিস্ট্রি অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টার উদ্বোধন করেন ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের মেয়র মো. আতিকুল ইসলাম

‘ক্যান্সার প্রতিরোধে সচেতনতা জরুরি’

ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের মেয়র মো. আতিকুল ইসলাম বলেছেন, ক্যান্সার প্রতিরোধে সচেতনতা জরুরি। ক্যান্সার একটি ভয়াবহ রোগ। স্তন ক্যান্সার এখন আগের চেয়ে বেশি হচ্ছে। তাই আমাদেরকে এ ব্যাপারে আরও বেশি সচেতন হতে হবে।

সোমবার (১১ অক্টোবর ২০২১) বিশ্ব স্তন ক্যান্সার সচেতনতা মাস উপলক্ষে উত্তরায় আহছানিয়া মিশন ক্যান্সার হাসপাতালে নতুন দুটি ইউনিট উদ্বোধনকালে তিনি এসব কথা বলেন। নতুন এই ইউনিট দুটি হলো, কাজী রফিকুল আলম টিউমার বোর্ড ও অধ্যাপক ডা. এমএ হাই ক্যান্সার রেজিস্ট্রি অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টার।

এ সময় মেয়র বলেন, ‘আমি নগরপিতা নই, নগরের মানুষদের সেবক হিসেবে থাকতে চাই। নগরের ৫৪টা ওয়ার্ডেও মেয়র হিসেবে আমি ৫৪টা ওয়ার্ডেই যাই। ভোট চাওয়ার জন্য যদি সব স্থানে যেতে পারি, তবে সেবা দেওয়ার জন্যও সবখানে আমাকে যেতে হবে।’

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সভাপতি কাজী রফিকুল আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক ডা. এমএ হাই ও কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন হাসপাতালের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও বিশিষ্ট ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডা. কামরুজ্জামান চৌধুরী। ক্যান্সার বিষয়ক সচেতনতার ওপর মূল আলোচনায় অংশ নেন হাসপাতালের জুনিয়র কনসালট্যান্ট ডা. জান্নাতুল ফেরদাউস। আরো বক্তব্য রাখেন অত্র হাসপাতালের উপদেষ্টা, সিনিয়র কনসালট্যান্ট ও হেড অব ক্লিনিক্যাল অনকোলজি অধ্যাপক ডা. এ. এম. এম. শরিফুল আলম, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল যুবায়ের রহমান, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের নির্বাহী পরিচালক ডা. এহছানুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক ড. খলিলুর রহমান, স্থানীয় কাউন্সিলর জাহাঙ্গীর আলম যুবরাজ, বিকন ফার্মাসিউটিক্যালস লি. এর সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট মাহমুদুল হক কল্লোল।

নিরাপদ সড়ক জোরদারকরণে গণমাধ্যমকে এগিয়ে আসার আহবান

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের মতবিনিময় সভায় বক্তাগণ

“সড়ক দুর্ঘটনা বিশ্বে মানুষের মৃত্যুর ৮ম বৃহত্তম কারণ। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গ্লোবাল স্ট্যাটাস রিপোর্ট অব রোড সেইফটি ২০১৮ এর তথ্য অনুসারে প্রতিবছর বিশ্বে ১৩ লক্ষ্য ৫০ হাজার মানুষ সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যায়। আরো লক্ষণীয়, ৫-২৯ বছর বয়সসীমার মানুষের মৃত্যুর অন্যতম প্রধান কারণ সড়ক দুর্ঘটনা। আর এসব মৃত্যুর ৯০ শতাংশ নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশে সংগঠিত হয়।

৯ অক্টোবর ২০২১ ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, স্বাস্থ্য সেক্টরের সভাকক্ষে নিরাপদ সড়ক জোরদারকরণে গণমাধ্যমের ভূমিকা শীর্ষক সভায় বুয়েটের প্রভাষক মো. শাহনেওয়াজ হাসনাত-ই রাব্বি একথা বলেন।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সহকারী পরিচালক মো. মোখলেছুর রহমানের সভাপতিত্বে সভায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন তিনি। তার প্রবন্ধে ৫টি রিস্ক ফ্যাক্টর তুলে ধরেন এবং বিভিন্ন সড়ক দুর্ঘটনার কেস স্টাডি তুলে ধরে তা সমাধানে সম্ভাব্য সুপারিশ তুলে ধরেন।

তিনি বলেন, যদি গাড়ির গতি গড়ে ৫ শতাংশ কমানো যায় তাহলে ৩০ শতাংশ দুর্ঘটনা হ্রাস করা সম্ভব। ড্রাইভারসহ সকল যাত্রীর সিটবেল্ট পরিধান বাধ্যতামূলক করা হলে সামনের সিটের ক্ষেত্রে ৫০ শতাংশ এবং পিছনের সিটের ক্ষেত্রে ৭৫ শতাংশ যাত্রীদের দুর্ঘটনায় আহত রোধ করা সম্ভব। মটর সাইকেলে সকল আরোহীদের জন্য যথাযথভাবে ও মানসম্মত হেলমেট ব্যবহার নিশ্চিত করা গেলে সড়ক দুর্ঘটনায় ৪০ শতাংশ মৃত্যু কমানো সম্ভব।

নিরাপদ সড়ক জোরদারকরণে গনমাধ্যমের ভূমিকা শীর্ষক সভায় অংশগ্রহণকারীবৃন্দ

মায়ের হাসি স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রের শুভ উদ্বোধন

২১ অক্টোবর ২০২১ রাজধানীর কামরাঙ্গীরচরে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন স্বাস্থসেক্টরের নতুন উদ্যোগ মায়ের হাসি স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রের উদ্বোধন করা হয়। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সাধারণ সম্পাদক ড. এস. এম. খলিলুর রহমানের সভাপতিত্বে করেন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সভাপতি কাজী রফিকুল আলম এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন প্রতিষ্ঠানটির স্বাস্থ্য ও ওয়াশ সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদ।

মিশনের সভাপতি কাজী রফিকুল আলম বলেন, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য বিষয়ক দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার আলোকে নিজস্ব অর্থায়নে এ সেবাকেন্দ্রটি পরিচালিত হবে। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য এবং ওয়াশ সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদ বলেন, এই এলাকার মানুষের জন্য মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা দেয়ার লক্ষ্যে মায়ের হাসি স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রটি কাজ করবে।

ড. এস.এম খলিলুর রহমান বলেন, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন স্বাস্থ্যসেবার পাশাপাশি প্রয়োজন হলে এ এলাকার জনগণের জন্য শিক্ষা বিস্তারের কাজ করবে। উদ্বোধনী আলোচনা অনুষ্ঠান শেষে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সভাপতি কাজী রফিকুল আলম ফিতা কেটে মায়ের হাসি স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অত্র এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন করোনা রোগীর চিকিৎসায় ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল, যশোর-কে

১০টি অক্সিজেন সিলিন্ডার ও ২টি অক্সিজেন কনসেন্ট্রেটর হস্তান্তর

যশোরে ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের করোনা ইউনিটে চিকিৎসা সামগ্রী হস্তান্তর করছেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের কর্মীবৃন্দ

১০ অক্টোবর ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ১০টি অক্সিজেন সিলিন্ডার ও ২টি অক্সিজেন কনসেন্ট্রেটর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল, যশোর এর তত্ত্বাবধায়ক-এর কার্যালয়ে আনুষ্ঠানিকতার মাধ্যমে হস্তান্তর করে।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন Read Foundation-এর আর্থিক সহযোগিতায় DAM UK-এর মাধ্যমে "Improving Livelihoolds for COVID-19 affected Households Project" প্রকল্পটি যশোর সদর উপজেলার ৭টি ইউনিয়নের ৫০০ গ্রামীণ পরিবারকে কোভিড-১৯ এর ক্ষতিকর প্রভাব থেকে ফিরে আসতে দক্ষতার উন্নয়নের লক্ষ্যে ১ জুন ২০২১ থেকে বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পের মাধ্যমে ৫০০ জন উপকারভোগীদের মধ্যে ৫টি ডোমেন যেমন- ধান চাষ, সবজি চাষ, পোল্ট্রি পালন, ছাগল পালন ও ক্ষুদ্র ব্যবসার ক্ষতি কাটিয়ে উঠার লক্ষ্যে উপকারভোগীদের মধ্যে খাদ্য ও স্বাস্থ্য সামগ্রী এবং ইনপুট/ক্যাশ সহায়তা করে।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন উক্ত প্রকল্পের আওতায় অক্সিজেন সিলিন্ডার ও অক্সিজেন কনসেন্ট্রটর এ হাসপাতালের করোনা ইউনিটে ভর্তিকৃত করোনায় আক্রান্ত রোগীর সেবার কাজে ব্যবহার করার লক্ষ্যে হস্তান্তর করে।

অনুষ্ঠানে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার (কৃষি), কৃষিবিদ মো. নিয়ামুল কবীর, এরিয়া ম্যানেজার, যশোর এরিয়া, মো. আসলাম উদ্দিন, প্রকল্প সমন্বয়কারী, শিউলী রানী বিশ্বাস, ব্রাঞ্চ ম্যানেজার, সদর, যশোর এবং ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল, যশোর-এর পক্ষে উপস্থিত ছিলেন তত্ত্বাবধায়ক ডা. মো. আকতারুজ্জামান এবং আবাসিক মেডিকেল অফিসার ডা. আরিফ আহমেদ।

শেষ হলো 'মানসিক চাপ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক অনলাইন প্রশিক্ষণ'

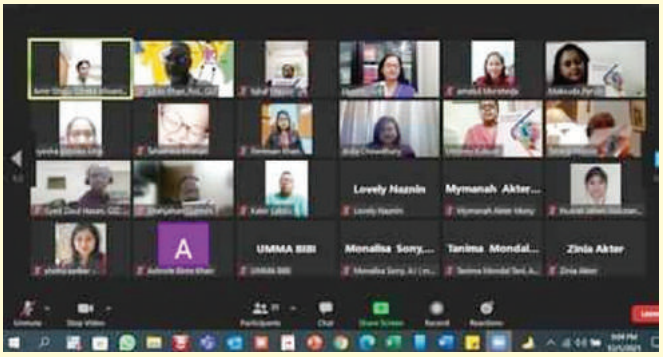

মানসিক চাপ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক অনলাইন প্রশিক্ষণের সমাপনী দিনে অংশগ্রহণকারীরা

১লা ডিসেম্বর ২০২১ জিআইজেড বাংলাদেশ কর্তৃক বাস্তবায়িত রুল-অব-ল প্রোগ্রাম-এর অধীনে বাংলাদেশ মহিলা বিচারক সমিতি ও ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন কর্তৃক আয়োজিত 'মানসিক চাপ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক অনলাইন প্রশিক্ষণ' কার্যক্রম শেষ হয়। প্রশিক্ষণে ১০টি ব্যাচের মাধ্যমে দেশের ৬৪টি জেলার বিচার বিভাগের ৩১৫ জন মহিলা বিচারক অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ মহিলা বিচারক সমিতির সভাপতি হোসনে আরা বেগম, উম্মে কুলসুম, যুগ্ন সচিব (মতামত), আইন বিচারক ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, মাকসুদা পারভীন, মহাসচিব, বাংলাদেশ মহিলা বিচারক সমিতি, তাহেরা ইয়াসমিন, অপারেসন্স ডিরেক্টর, রুল-অব-ল প্রোগ্রাম, জিআইজেড। অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ও অর্জন তুলে ধরেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদ। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের তত্ত্বাবধানে প্রশিক্ষণটি পরিচালিত হয়। শেষে প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য প্রকাশিত প্রশিক্ষণ সহায়িকার মোড়ক উন্মোচন করা হয়।

আহ্ছানিয়া মিশনের ক্যান্সার হাসপাতালে চার দিনব্যাপী বিজয় উৎসব ও স্বাস্থ্যমেলা

আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার এন্ড জেনারেল হাসপাতালে চার দিনব্যাপী বিজয় উৎসব ও স্বাস্থ্যমেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অতিথিবৃন্দ

মুজিব শতবর্ষ এবং স্বাধীনতা ও বিজয়ের সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষ্যে আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার অ্যান্ড জেনারেল হাসপাতালের উদ্যোগে ২২ ডিসেম্বর থেকে আগামী ২৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত আয়োজন করা হয়েছে AMCGH বিজয় উৎসব ও স্বাস্থ্যমেলা ২০২১'। ২২ ডিসেম্বর ২০২১ বেলা ১১টায় ওই মেলার উদ্বোধন উপলক্ষ্যে উত্তরার হাসপাতাল প্রাঙ্গণে এক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ঢাকা-১৮ আসনের সংসদ সদস্য মোহাম্মদ হাবিব হাসান। তিনি আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার অ্যান্ড জেনারেল হাসপাতালের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান ও এই ধরনের স্বাস্থ্য কার্যক্রম আরও বেশি করে চালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান করেন।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন এ হাসপাতালের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও বিশিষ্ট ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডা. কামরুজ্জামান চৌধুরী। আরও বক্তব্য রাখেন এ হাসপাতালের পরিচালক কাজী শামীমা শারমিন ও ইফতেখারুল ইসলাম। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সাধারণ সম্পাদক ড. এসএম খলিলুর রহমান এবং আইইউবিএটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ডা. আব্দুর রব।

সবশেষে ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন অনুষ্ঠানের সভাপতি এবং ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রেসিডেন্ট কাজী রফিকুল আলমের পক্ষ থেকে হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ডা. মো. জাকির হোসেন (অব.)।

যশোরে উপকারভোগীদের মাঝে স্বাস্থ্যসামগ্রী বিতরণ

৯ অক্টোবর ২০২১ যশোর উপজেলার নওয়াপাড়া ইউনিয়ন পরিষদে কোভিড-১৯ এ ক্ষতিগ্রস্ত ১৫৯টি পরিবারের মধ্যে খাদ্য ও স্বাস্থ্য সামগ্রী বিতরণ করে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের ইমপ্রুভিং লাইভলিহুডস ফর কোভিড-১৯ এফেক্টেড হাউজহোল্ডস প্রোজেক্ট। খাদ্য সামগ্রীর মধ্যে ছিল চাল, ডাল, তেল, পিয়াজ, লবণ, আলু ও মসলা এবং স্বাস্থ্য সামগ্রীর মধ্যে ছিল গোসলের সাবান এবং মাস্ক।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন যশোর সদর উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা মো. নাজিম উদ্দিন। বিশেষ অতিথি ছিলেন যশোর সদর উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা রনজিত কুমার দাস এবং ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার কৃষিবিদ মো. নিয়ামুল কবীর।

কেন্দ্রে চিকিৎসা নিতে আসা রোগীদের পরিবারের সদস্যদের নিয়ে পারিবারিক সভা

মাদকনির্ভরশীল এবং মানসিক রোগীদের চিকিৎসা কেন্দ্রের পাশাপাশি পরিবারের ভূমিকাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আহ্ছানিয়া মিশন নারী মাদকাসক্তি চিকিৎসা কেন্দ্রে রোগীদের পাশাপাশি রোগীদের পরিবারের সদস্যদের চিকিৎসা কার্যক্রমে কার্যকর অংশগ্রহণের জন্য কেন্দ্র থেকে পারিবারিক মনোসামাজিক শিক্ষামূলক কর্মসূচি নিয়মিত আয়োজন করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ২৭ নভেম্বর আহ্ছানিয়া মিশন নারী মিশন মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের আয়োজনে উক্ত কেন্দ্রে চিকিৎসা নিতে আসা রোগীদের পরিবারের সদস্যদের নিয়ে পারিবারিক সভা আয়োজন করা হয়। সভায় মনোচিকিৎসক ও এডিকশন প্রফেশনাল ডা. মো. আখতারুজ্জামান সেলিম বিশেষজ্ঞ আলোচক এর বক্তব্যে বলেন সাক্ষ্যভিত্তিক চিকিৎসা ব্যবস্থায় মাদকনির্ভরশীল এবং মানসিক রোগের চিকিৎসায় পরিবারের সহযোগীতা একজন রোগীর সুস্থতার পথকে মসৃন ও দীর্ঘায়িত করতে পারে। তিনি আরো বলেন চিকিৎসা পরবর্তীতে কেন্দ্রের সাথে সংযুক্ত থাকা, নিয়মিত কাউন্সেলিং ও মনোচিকিৎসকের

আহ্ছানিয়া মিশন নারী মিশন মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে চিকিৎসা নিতে আসা রোগীদের পরিবারের সদস্যদের নিয়ে পারিবারিক সভা

কাছে নিয়মিত ফলোআপ করার বিষয়গুলোতে পরিবারকে গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। আহ্ছানিয়া মিশন নারী মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র আয়োজিত এবারের সভার মূল আলোচ্য বিষয় ছিলো "মাদকনির্ভরশীল ও মানসিক সমস্যার রোগের চিকিৎসায় পরিবারের ভূমিকা"। সভাটি ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের ট্রেনিং রুমে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ২২ জন রোগীর পরিবারের সদস্যগণ অংশগ্রহণ করেন। সভায় বিশেষজ্ঞ আলোচক ছিলেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি চিকিৎসা কেন্দ্রের সাবেক আবাসিক মনোচিকিৎসক ডা. মো. আখতারুজ্জামান সেলিম।

সড়ক দুর্ঘটনা রোধে গাড়ির গতিসীমা নিয়ন্ত্রণের দাবি-ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের

জাতীয় সড়ক নিরাপত্তা দিবস উদযাপনের অংশ হিসেবে সড়ক নিরাপত্তায় দুর্ঘটনা রোধে গতিসীমা নিয়ন্ত্রণের জন্যে মানববন্ধন

জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস ২০২১ উদযাপন উপলক্ষ্যে ও সচেতনতা বৃদ্ধিতে "গতিসীমা মেনে চলি, দুর্ঘটনা রোধ করি" প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ২৩ অক্টোবর, রাজধানীর মানিক মিয়া এভিনিউ এলাকায় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন স্বাস্থ্য সেক্টরের উদ্যোগে মানববন্ধন ও রোলার স্কেটিং শো অনুষ্ঠিত হয়। মানববন্ধনে অংশগ্রহণকারী সকলের দাবি ছিল-সড়ক দুর্ঘটনা রোধে আইন দ্বারা গাড়ির গতিসীমা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। কারণ সড়ক দুর্ঘটনার একটি প্রধান কারণ অতিরিক্ত গতিতে/বেপরোয়াভাবে/অনিয়ন্ত্রিতভাবে যানবাহন চালানো। এ সময় অংশগ্রহণকারী রোলার স্কেটাররা মানিক মিয়া এভিনিউ এলাকায় স্কেটিং করে নিরাপদে সড়ক ব্যবহার বিষয়ে জনসচেতনতামূলক তথ্য প্রচার করে।

উল্লেখ্য, গাড়ির গতি ঘণ্টায় ১ কিলোমিটার বৃদ্ধি পাইলে ৪-৫ শতাংশ দুর্ঘটনার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। যানবাহনের গতি যত বেশি কম হবে, পথচারীদের জন্য আহত ও মৃত্যুর ঝুঁকি ততবেশি কম হবে। ৩০ কিলোমিটার ঘণ্টা বেগে বেঁচে থাকার সম্ভাবনা ৯৯ শতাংশ।

প্রতিবছর বাংলাদেশে বিভিন্নভাবে বহু মানুষ সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করেন। বিশ্বে সড়ক দুর্ঘটনায় মানুষের মৃত্যু ৮ম বৃহত্তম কারণ। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গ্লোবাল স্ট্যাটাস রিপোর্ট অব রোড সেইফটি ২০১৮ এর তথ্য অনুসারে প্রতিবছর বিশ্বে ১৩ লাখ ৫০ হাজার মানুষ সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যায় এবং এসব মৃত্যুর ৯০ শতাংশ নিম্ন ও মধ্য আয়ের দেশে সংগঠিত হয়। এসডিজি লক্ষমাত্রা অর্জনে এবং জাতিসংঘ ঘোষিত দ্বিতীয় ডিকেড অ্যাকশান ফর রোড সেফটির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে "সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮" প্রনয়ণ করে। আইনটি এবছর আবারো সংশোধনের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। তাই ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের দাবি আইনের বিশেষ কিছু দিক যেগুলো সড়ক দুর্ঘটনার অন্যতম কারণ সেগুলো সংশোধন করা; যেমন-গাড়ির সর্বোচ্চ গতিসীমা নির্ধারণ করা, মটরসাইকেলে আরোহীর ক্ষেত্রে মানসম্মত ও যথাযথভাবে হেলমেট ব্যবহার বাধ্যতামূলক করে দেওয়া, গাড়ি বা যানবাহনে চালকসহ সকল যাত্রীদের সিট বেল্ট পরিধান বাধ্যতামূলক করা, পরিবহনে বিশেষ করে ছোট গাড়িতে শিশুদের জন্য নিরাপদ আসন ব্যবস্থা রাখা ইত্যাদি। মানববন্ধন কর্মসূচীতে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, স্বাস্থ্যসেক্টরের বিভিন্ন পেশার কর্মকর্তাগণ, ডাক্তার, নার্স এবং রোলার স্কেটারসহ প্রায় ৫০ জন অংশগ্রহণ করেন।

ছিন্নমূল এতিম শিশুদের জন্য রান ফর দি চিলড্রেন

সোস্যাল রেসপন সিবিলিটির আওতায় দেশের হোটেল 'সারিনা' বাংলাদেশের এতিম শিশুদের জন্য আয়োজন করেছে 'রান ফর দি চিলড্রেন'।

২৬ নভেম্বর ২০২১, ভোর ৬টা থেকে বেলা ১১টা পর্যন্ত আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন নানান বয়সের অংশগ্রহণকারীরা।

এই আয়োজনের মাধ্যমে অর্জিত অর্থ 'আহ্ছানিয়া মিশন চিলড্রেন সিটি'র এতিম শিশুদের উন্নয়নে ব্যয় করা হবে।

এই প্রসঙ্গে হোটেল সারিনার অপারেশন ম্যানেজার শ্রী নায়ার জানান, সারিনার এই আয়োজন প্রথম শুরু হয় ২০১৯ সালে। এরপর থেকে আমরা পরপর বিভিন্নভাবে আহ্ছানিয়া মিশনের সাথে মিলিতভাবে নানান সামাজিক দায়িত্ব পালনে এগিয়ে এসেছি এবং আগামীতে ও বাংলাদেশের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আমরা কাজ করবো, যা দেশের শিশু এবং মানুষের উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রাখবে।

'রান ফর দি চিলড্রেন' আয়োজনে ভোর থেকেই কয়েক ধাপে অংশগ্রহণকারীরা ৫ কিলোমিটার দূরত্বের ম্যারাথনে অংশ নেন। সারিনার এই আয়োজনে বিভিন্ন কর্ম ও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান সাদরে অংশ নিয়েছেন। এছাড়া দারুণ এই আয়োজনে বিভিন্ন দেশের দূতাবাসের প্রতিনিধিরা ও সাহায্য সহযোগিতার জন্য এগিয়ে আসেন।

হোটেল সারিনার উদ্যোগে ছিন্নমূল এতিম শিশুদের জন্যে আয়োজিত 'রান ফর দি চিলড্রেন' প্রোগ্রামে অংশগ্রহণকারীরা

হোটেল সারিনার এই আয়োজনে অংশগ্রহণকারীদের জন্য ছিল বিশেষ উপহার হিসেবে ক্যাপ ও টি-শার্ট, এবং 'র‍্যাফেল ড্র'-এর ব্যবস্থা। অনুষ্ঠানটির পৃষ্ঠপোষক হিসেবে এগিয়ে আসে বার্জার, আকিজ ফুড এন্ড বেভারেজ, ট্রান্সকম বেভারেজ, ফ্রেস-এম জি আই, জনসন ডাই ভার্সারি, আমরা নেটওয়ার্কস, নুর ট্রেড হাউজ, আব্দুল্লাহ ভেজিটেবল, গ্লোব-অরেঞ্জ, ডিক্সোরিয়াজ ইঞ্জিনিয়ারিং এবং আরও অনেকেই।

ভাল আইন ও তার বাস্তবায়ন পারে সড়ক দুর্ঘটনা কমাতে

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সভায় বক্তারা

নিরাপদ সড়ক জোরদারকরণে গণমাধ্যমের ভূমিকা শীর্ষক সভায় সাংবাদিক ও অতিথিবৃন্দ

ভাল আইন ও তার বাস্তবায়নই পারে সড়ক দুর্ঘটনা কমাতে। ৫-২৯ বছর বয়স সীমার মানুষের মৃত্যুর অন্যতম প্রধান কারণ সড়ক দুর্ঘটনা। আর এসব মৃত্যুর ৯০ শতাংশ নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশে সংগঠিত হয়। তাই নিরাপদ সড়ক জোরদারকরণে গণমাধ্যমকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন বক্তরা।

১৯ শে ডিসেম্বর ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, স্বাস্থ্য সেক্টরের সভাকক্ষে নিরাপদ সড়ক জোরদারকরণে গণমাধ্যমের ভূমিকা শীর্ষক সভা থেকে এ আহ্বান জানানো হয়। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের রোড সেইফটি প্রকল্পের প্রকল্প সমন্বয়কারী শারমিন রহমান মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন । তার প্রবন্ধে সড়ক দুর্ঘটনায় ৫ টি রিস্ক ফ্যাক্টর তুলে ধরেন। সড়ক দুর্ঘটনায় আন্তর্জাতিক ও বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট নিয়ে আলোচনা করেন। এছাড়াও বর্তমান নিরাপদ সড়ক আইন ২০১৮ এর গ্যাপগুলোর সুপারিশসমুহ এবং বাংলাদেশে নিরাপদ সড়ক জোরদারকরণে গণমাধ্যমের ভূমিকার কথা তুলে ধরেন।

আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন গ্লোবাল হেলথ এডভোকেসি ইনকিউবেটর বাংলাদেশ কান্ট্রি কো-অডিনেটর ড. মো. শরীফুল আলম, গ্লোবাল রোড সেইফটি এডভোকেসি ও গ্রান্টস প্রোগাম ম্যানেজার তাইফুর রহমান, এটিএন নিউজের বার্তা সম্পাদক ও ল রিপোর্টার ফোরামের সভাপতি মাসুদুল হক, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের সহকারী পরিচালক মো. মোখলেছুর রহমান।

শেভরন বাংলাদেশের প্রেসিডেন্টের যুব দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্প পরিদর্শন

মোবাইল ফোন সার্ভিসিং কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সনদ বিতরণ

শেভরন বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট এরিক এম ওয়াকার সম্প্রতি সুইসকন্টাক্টের দুটো ঢাকাভিত্তিক যুব দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্প পরিদর্শন করেছেন। পরিদর্শনের সময়, ওয়াকার প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে কথা বলেন, প্রশিক্ষণে যোগদানের কারণ এবং তাদের ভবিষ্যত পরিকল্পনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। প্রশিক্ষণার্থীরাও লাইভ, ব্যবহারিক প্রদর্শনীর মাধ্যমে তাদের দক্ষতা প্রদর্শন করে। পরিদর্শন শেষে তিনি মোবাইল ফোন সার্ভিসিং কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠানে অংশ নেন, স্নাতকদের সনদ বিতরণ করেন।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন শেভরন বাংলাদেশের কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্সের পরিচালক মুহাম্মদ ইমরুল কবির, সুইসকন্টাক্ট বাংলাদেশ-এর কান্ট্রি ডিরেক্টর মুজিবুল হাসান, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের নির্বাহী পরিচালক ড. এম. এহছানুর রহমান এবং শেভরন এবং সুইসকন্টাক্টের কর্মকর্তাবৃন্দ। Uttoron প্রকল্পটি UCEP বাংলাদেশ এবং ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের মাধ্যমে যথ াক্রমে প্যাকেজিং এবং ফিনিশিং অপারেশন এবং মোবাইল-ফোন সার্ভিসিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করে। Uttoron, Skills for Better Life, শেভরন বাংলাদেশের অর্থায়ানে একটি তিন বছর মেয়াদী প্রকল্প যা সিলেট ও ঢাকা বিভাগে সুইসকন্টাক্ট দ্বারা বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের বর্তমান পর্বের তিনটি উদ্দেশ্য হল ২,০০০ যুবক-যুবতীকে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

পথশিশু ও কর্মজীবী শিশুদের নিয়ে মহান বিজয় দিবসের সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপিত

ঢাকার কমলাপুরে ঢাকা আহছানিয়া মিশনের শিক্ষা সেক্টরের অধিকার প্রকল্পের উদ্যোগে পথশিশু ও কর্মজীবী শিশুদের নিয়ে মহান বিজয় দিবসের সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপিত হয়েছে।

মিশনের অধিকার - স্ট্রিট এন্ড ওয়ার্কিং চিলড্রেন আউটরিচ প্রকল্পের আয়োজনে ১৬ ডিসেম্বর ২০২১ আয়োজিত হয় মহান বিজয় দিবসের সুবর্ণজয়ন্তী। কমলাপুর রেলস্টেশনসহ রাজধানীর কয়েকটি জায়গায় কয়েকটি ভাগে পথশিশু ও কর্মজীবী শিশুদের অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয়।

পথশিশু ও কর্মজীবী শিশুদের নিয়ে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ও হাতের ছাপে জাতীয় পতাকা বানানো হয়। অনুষ্ঠানে সার্বিক সহযোগিতা করে সমতট মুক্ত স্কাউট গ্রুপ।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই শিশুদের মাথায় বিজয় দিবসের ব্যাজ পরানো হয়। এরপর তাদেরকে জাতীয় সঙ্গীত গাওয়ার নিয়ম সম্পর্কে অবহিত করা হয়। সমবেত কণ্ঠে জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের পর শিশুদের মাঝে অনুষ্ঠিত হয় চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা। চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় বাছাইকৃত শিশুদের হাতে তুলে দেওয়া হয় পুরষ্কার। পুরষ্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সিএমসি কমিটির সভাপতি মো. খলিলুর রহমান, প্রকল্প কর্মকর্তা মাকসুদুর রহমান, শিশু তরী সংস্থার মিলন মাহমুদ, সমতট মুক্ত স্কাউট গ্রুপের সিনিয়র রোভারমেট ইশতিয়াক মাহমুদ প্রমুখ।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের ভিক্ষুক পুনর্বাসন প্রকল্প

ভিক্ষুকদের মধ্যে এককালীন অনুদান প্রদান

ভিক্ষুকদের মধ্যে এককালীন অনুদান প্রদান করছেন ডাম প্রেসিডেন্ট কাজী রফিকুল আলম। এ সময় উপস্থিত ছিলেন সাধারণ সম্পাদক ড. এস.এম. খলিলুর রহমানসহ অন্যরা

২৬ অক্টোবর ২০২১ ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের যাকাত ফান্ডের মাধ্যমে ভিক্ষুক পুর্নবাসন কর্মসূচির আওতায় রাজধানীর ধানমন্ডিস্থ ডাম অডিটরিয়ামে ভিক্ষুকদের মধ্যে অনুদান প্রদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি উপস্থিত ছিলেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রেসিডেন্ট কাজী রফিকুল আলম। বিশেষ অতিথি উপস্থিত ছিলেন সাধারণ সম্পাদক ড. এস. এম. খলিলুর রহমান। আরো উপস্থিত ছিলেন ডিএফইডি'র সিইও মো. আসাদুজ্জামান এবং ডাম ও ডিএফইডি'র প্রধান কার্যালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দ। অনুষ্ঠানে সোবহানবাগ মসজিদ, ধানমন্ডি এলাকার ১৬ জন ভিক্ষুকের মধ্যে প্রতিজনকে এককালীন অনুদান হিসেবে ২৫ হাজার টাকা করে মোট ৪ লাখ টাকা প্রদান করা হয়। ভিক্ষার পরিবর্তে পেশাগুলি হচ্ছে- অটোরিকসা, চা ব্যবসা, ভ্যানে সবজি বিক্রয়, শাড়ী কাপড়ের ব্যবসা ইত্যাদি। ইতোপূর্বে ডাম ১২১৭ জন ভিক্ষুকদের মধ্যে এককালীন অনুদান প্রদান করেছে।

ধানচাষীদের মধ্যে ক্যাশ সহায়তা প্রদান

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন বাস্তবায়িত 'ইমপ্রুভিং লাইলিহুডস ফর কোভিড-১৯ এফেক্টেড হাউজহোল্ড' প্রকল্পের মাধ্যমে ৬ অক্টোবর যশোরের নওয়াপাড়া ইউনিয়ন পরিষদে ২৫ জন আমন ধানচাষীদের মধ্যে প্রতিজনে ৩৫০০/- হিসাবে মোট ৮২,৫০০/ টাকা প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ডিএফইডি'র যশোর এরিয়া ম্যানেজার মো: আসলামউদ্দিন। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন যশোর সদর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা শেখ সাজ্জাত হোসেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যশোর সদর উপজেলার ফতেহপুর ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান রবিউল ইসলাম।

শিশুর জন্য বিনিয়োগ করলে বহুগুণে ফিরে আসে

শিশুর জন্য বিনিয়োগ করলে বহুগুণে ফিরে আসে। আক্ষরিক ও বাস্তবিক অর্থে শিশুরা আমাদের ভবিষ্যৎ।

৯ অক্টোবর ২০২১ বিশ্ব শিশু দিবস ও অধিকার সপ্তাহ উদযাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত ওয়েবিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. সায়েদুল ইসলাম এসব কথা বলেন।

তিনি বলেন, শিশুরা রাস্তায় চলে আসার মূল কারণ দারিদ্র্য। সম্প্রতি সরকার এ সম্পর্কিত একটি সমন্বয় কমিটি গঠন করেছে। প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিবকে এ কমিটির প্রধান করা হয়েছে। এখানে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি, এনজিও ব্যুরোর ডিজি ও বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ যারা শিশুদের নিয়ে কাজ করছেন তারা এ কমিটিতে রয়েছেন। এ কমিটির উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করছেন সায়মা ওয়াজেদ।

তিনি ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন পরিচালিত শিশুনগরী ও অন্যান্য প্রকল্পের মাধ্যমে পথশিশুদের জন্য যে কার্যক্রম পরিচালনা করছে সেগুলো সরেজমিনে পরিদর্শনের আগ্রহ প্রকাশ করেন।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রেসিডেন্ট কাজী রফিকুল আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সাধারণ সম্পাদক ড. এস.এম খলিলুর রহমান ও অপরাজেয় বাংলাদেশ-এর নির্বাহী পরিচালক ওয়াহিদা বানু।

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনাকালে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর শেখ মহব্বত হোসেন বলেন, প্রত্যেকটি পথশিশু যাদের অভিভাবক নেই, তাদের জন্মনিবন্ধন ও লিগ্যাল আইডেন্টি নিশ্চিত করতে হবে। পথশিশুদের নির্যাতন বন্ধে প্রিভেন্টিং ও রেসপন্ডিং ম্যাকানিজম তৈরি করে প্রয়োজনে আইনের সহায়তা প্রদান করতে হবে।

তিনি আরও বলেন, শিশুদের যত্নে এডহক সার্ভিসের পরিবর্তে স্পেশালাইজড সার্ভিসের প্রতি গুরুত্বারোপ করতে হবে, যেখানে সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের খাবারের পাশাপাশি মানসিক স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কাউন্সেলিং, ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান, লাইফস্কিল ও ভকেশনাল ট্রেনিংসহ জব প্লেসমেন্টের ব্যবস্থা থাকবে।

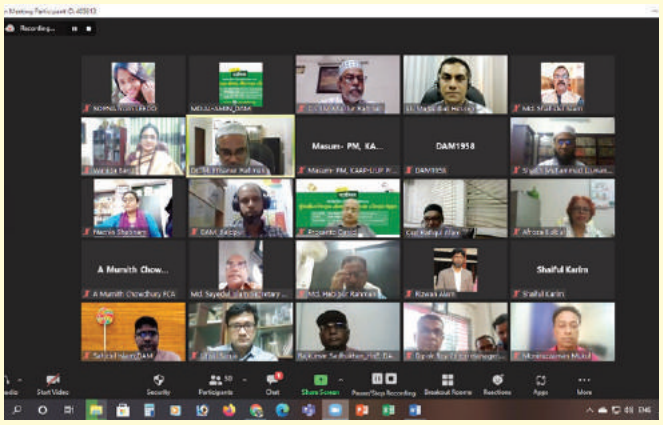

বিশ্ব শিশু দিবস ও অধিকার সপ্তাহ উদযাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত ওয়েবিনারে অংশগ্রহণকারীবৃন্দ

অনুষ্ঠানে দু'জন শিশু প্রতিনিধি তাদের অভিজ্ঞতা শেয়ার করেন।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের নির্বাহী পরিচালক ড. এম. এহ্ছানুর রহমানের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

গাজীপুরের আবেদ আলী গার্লস স্কুল এন্ড কলেজে আলোচনা সভায় অংশগ্রহণকারীবৃন্দের একাংশ

সেন্টার ফর এথিক্স এডুকেশনের উদ্যোগ

আবেদ আলী গার্লস স্কুল এন্ড কলেজে আলোচনা সভা ও কুইজ প্রতিযোগিতা

গাজীপুরের আবেদ আলী গার্লস স্কুল এন্ড কলেজে আলোচনা সভায় অংশগ্রহণকারীবৃন্দ

ঢাকার অদূরে গাজীপুরের আবেদ আলী গার্লস স্কুল এন্ড কলেজে গত ৩০ অক্টোবর ২০২১-এ একটি আলোচনা সভা ও কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এতে সরকারের সাবেক অতিরিক্ত সচিব মাহমুদ হাসান, জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র-ঢাকার ন্যাশনাল অফিসার ড. মো. মুনিরুজ্জামান, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মো. নুরুল আমীন, কলেজের প্রিন্সিপাল মহোদয় এবং সেন্টার ফর এথিকস এডুকেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা কাজী আলী রেজা উপস্থিত থেকে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

কাজী আলী রেজা তার বক্তব্যে বলেন, সমাজের অসংগতিগুলো দূর করার ক্ষেত্রে ছাত্র-যুব সমাজের ভূমিকা অপরিসীম। সেন্টার ফর এথিকস এডুকেশন এ লক্ষ্যে গত তিন-বছর ধরে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। নীতি-নৈতিকতার গুরুত্ব অনুধাবন এবং প্রাত্যাহিক জীবনে নৈতিকতার অনুশীলন ব্যতিরেকে কোনো জাতি লাগসই উন্নয়নের পথে এগিয়ে যেতে পারে না। এ প্রসঙ্গে তিনি স্কুল-কলেজের শিক্ষা ব্যবস্থায় নীতি-নৈতিকতার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলেন, নৈতিকতা-বর্জিত শিক্ষা জাতিকে ধংসের দ্বারপ্রান্তে টেনে নিয়ে যায়। একজন ডাক্তার যদি নৈতিকতা বর্জিত জ্ঞান-দ্বারা চিকিৎসক হন-তিনি তার রোগীকে সুচিকিৎসা দিতে ব্যর্থ হবেন; একজন ইঞ্জিনিয়ার প্রকৃত সুশিক্ষায় শিক্ষিত না হলে তার দ্বারা কোনো ভাল কাঠামো নির্মাণের কাজ সম্ভব নয়। এক ব্যবসায়ী যদি সৎ ব্যবসা পরিচালনা না করেন দেশের সাধারণ ভোক্তারা প্রতারিত হবেন, স্বাস্থ্য-ঝুঁকিতে থাকবেন। তাই স্কুল-কলেজের পাঠ্যক্রমে নীতি-নৈতিকতার কথা শুধু অন্তর্ভুক্ত থাকলে চলবে না; নৈতিকতাকে প্রাত্যাহিক জীবনে চর্চা করতে হবে। আলোচনা সভায় প্রায় ১৫০ জন স্কুল-কলেজ ছাত্রী উপস্থিত থেকে আলেঅচনার বিষয়বস্তু হৃদয়ঙ্গম করেন এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের অনুষ্ঠান আয়োজনের উপর গুরুত্বারোপ করেন।